স্বদেশ
সংহতি সংবাদ

হিন্দু সংহতি

Website : www.hindusamhati.net/www.hindusamhatibangla.com

Vol. No. 6, Issue No. 5, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, April 2017

"নমঃশূদ্র কূলে জন্ম হয়েছে আমার।/ তবু বলি আমি নহি নমঃর একার।।
দলিত, পীড়িত যারা দুঃখে কাটে কাল।/ছুঁসনে-ছুঁসনে বলে যত জল চল।।
শিক্ষা হারা, দীক্ষা হারা ঘরে নাহি ধন।/এই সবে জানি আমি আপনার জন।।"

....গুরুচাঁদ ঠাকুর

গ্রেপ্তার ৫ হিন্দু সংহতি কর্মী ঃ আশঙ্কাজনক ১

নন্দীগ্রামের সরস্বতী বাজারে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা

গত ২৮শে মার্চ রাতে নন্দীগ্রামের (পূর্ব মেদিনীপুর) সরস্বতী বাজারে একটি সাম্প্রদায়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ ৫ জন হিন্দু সংহতি কর্মীকে গ্রেফতার করেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। পুলিশের বিরুদ্ধে ওঠা গুরুতর অভিযোগ অনুসারে, নন্দীগ্রাম থানায় নিয়ে গিয়ে তাদের আটক করে পুলিশ হিন্দুদের উপর এত মারধর এবং অত্যাচার করে যে অয়ন পট্টনায়ক (৩০) বর্তমানে প্রায় মৃত্যুমুখে। তাকে তমলুক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু দিনের পর দিন তার অবস্থা আরও আশঙ্কাজনক হওয়ায় কলকাতার অ্যাপোলো হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং তাকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়।

ঘটনার সূত্রপাত, সরস্বতী বাজারের কাছে একটি মন্দির প্রাঙ্গণে মুসলমানের দোকান আছে। সবকটি দোকানই অস্থায়ী। মন্দিরের উৎসব উপলক্ষ্যে স্থানীয়রা দোকানগুলিকে সরিয়ে নিতে বলে। কিন্তু পুজার আগের দিন স্থানীয় অধিবাসীরা এসে দেখে যে মুসলমানেরা দোকানগুলি না সরিয়ে দোকানে তালা মেরে দিয়ে গেছে। কথার খেলাপ করায় সাধারণ মানুষ দোকানগুলিকে সরাতে গেলে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বচসা শুরু হয়। বচসা পরে গন্ডগোলের আকার ধারণ করে। প্রসঙ্গতঃ পুলিশ, এসডিপিও-র সঙ্গে করা মিটিং-এ দোকানীরা দোকান সরিয়ে নেওয়ার কথা দিয়েছিল। বিগত ২৫ বছর ধরে মন্দিরে উৎসব হচ্ছে এবং অস্থায়ী দোকানীরা উৎসবের সময় দোকান মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে সরিয়ে নেয়। কিন্তু এবারই তারা মন্দির কমিটি ও পুলিশের নির্দেশ অমান্য করে দোকান সরায়নি। তাই মন্দির কমিটি বাধ্য হয়ে দোকান সরাতে গেলে উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রথমে বচসা, পরে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। এই সময়ে নন্দীগ্রাম থানা থেকে পুলিশ এসে হিন্দুদের উপর ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। অয়ন সহ বেশ কয়েকজনকে রাস্তায় ফেলে ব্যাপক মারধোর করে পুলিশ। এদের মধ্যে একজন নাবালকও ছিল। অয়নকে রাস্তায় ফেলে তার পেটে বুকে লাথি মারা হয় বলে অভিযোগ। এতেই অয়ন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু তারপরেও পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়, যার মধ্যে অয়নও ছিল। থানাতেও তাদের ব্যাপক মারধোর করা হয়। অয়নের অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়লে সেই রাতেই তাকে তমলুক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হঠাৎ পুলিশ এতটা হিংসাত্মক হয়ে উঠল কেন তার সদুত্তর পাওয়া যায়নি। তবে এলাকাবাসীর বক্তব্য, এ থেকেই স্পষ্ট যে, স্থানীয় শাসক দলের নির্দেশে পুলিশ দিয়ে বার বার হিন্দু সংহতির কাজকে ভেঙে দিয়ে জেহাদিদের জন্য ময়দান উন্মুক্ত করে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে।

অয়নের খবর ছড়িয়ে পড়তেই হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ পুলিশের এ হেন আচরণের তীব্র নিন্দা করেন। একইসঙ্গে অয়নকে যারা এভাবে মারলো তাদের কঠোর শাস্তির দাবি তোলেন। স্যোসাল মিডিয়ায় অয়নের খবর ভাইরাল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। চারদিক থেকে ধিক্কার ক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে। হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে সম্পাদক দেবতনু ভট্টাচার্য পথে নেমে প্রতিবাদের কথা বলেন। ইতিমধ্যে অয়নের অবস্থার অবনতি হলে তাকে কলকাতার অ্যাপোলো হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এখানেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংহতি কর্মীদের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করা হয় বলে অভিযোগ। মরণাপন্ন অয়নের খবর সংহতি কর্মীরা জানতে অ্যাপোলো হাসপাতালে গেলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদেরকে কোন খবরই দেয়নি। উৎকণ্ঠার মধ্যে দুদিন থাকার পর তৃতীয় দিন অয়নের খবর পাওয়া যায়। কিছুটা ভালো হলেও তার বিপদ এখনও পুরোপুরি কাটেনি। সংহতি সভাপতি জানান, অয়নের যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে রাজ্য জুড়ে আন্দোলন চালাবে হিন্দু সংহতি। সাংবাদিক সম্মেলন করে সেই বার্তা তিনি প্রশাসনকে দিয়ে দেন।

হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে প্রশাসনের এই অন্যায়ের প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে চাক্কা জ্যামের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হয় যে নন্দীগ্রাম থানার ওসি ও যে সমস্ত পুলিশ অয়নদের মারধোর করেছে তাদের শাস্তি দিতে হবে। এস.ডি.পি.ও.-কে বদলি করতে হবে। প্রশাসন অবশেষে সমস্ত দাবি মেনে নিলে পূর্বোক্ত কর্মসূচী সংহতির পক্ষ থেকে স্থগিত রাখা হয়।

হিন্দু সংহতির উদ্যোগে জেলায় জেলায় রামপুজো

বিগত কয়েক বছরের মতো হিন্দু সংহতির উদ্যোগে জেলায় জেলায় রামপুজো করা হল। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

উত্তর ২৪ পরগণার হিন্দু সংহতির দেগঙ্গার উদ্যোগে এই প্রথম রাম নবমী উপলক্ষে বেড়াচাঁপা থেকে দেগঙ্গা বাজার পর্যন্ত এক বিশাল শোভাযাত্রা বের করে। 'বিশ্বশান্তির একমাত্র নাম জয় শ্রীরাম' ধ্বনি, মাইকে সাধ্বী সরস্বতীর আগুন ঝরানো ভাষণের ক্লিপস, জাগো হিন্দু গান ও মায়েদের শঙ্খধ্বনি দেগঙ্গা আকাশ- বাতাসকে কাঁপিয়ে দেয়। রাস্তার পাশে অসংখ্য মানুষ শোভাযাত্রা দেখতে জড়ো হয়েছিল। ২০১০-এ সেপ্টেম্বর মাসের ৭ ও ৮ তারিখ জেহাদী হামলায় প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল দেগঙ্গা। হিন্দু সংহতির রাম নবমীর শোভাযাত্রা প্রমাণ করলো সমস্ত রকম অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে দেগঙ্গার হিন্দুরা আজ প্রস্তুত।

হাওড়া জেলার বাউরিয়ার প্রামাণিক পাড়ার হিন্দু সংহতির কর্মীরা প্রশাসনের বিরুদ্ধে একরকম যুদ্ধ করেই এবার রামপুজো করলো। প্রশাসন থেকে নানাভাবে পুজো বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়। এমনকি সংহতি কর্মীদের পুজোর অনুমতিও প্রশাসন দিতে চায়নি। কিন্তু এলাকার হিন্দু সংহতির কর্মীরা এটাকেই চ্যালেঞ্জ হিসাবে নেয়। বাউরিয়া থানা, এসডিপিও অফিস, এসপি অফিসে দৌড়ে শেষ পর্যন্ত তারা পুজো করার অনুমতি জোগাড় করে। পুজোর দিন অঞ্চলের শত শত যুবক শক্তির আরাধনায় ব্রতী হয়েছিল। হিন্দু সংহতি যে মাথা নোয়ায় না তা বাউরিয়ার সংহতি কর্মীরা প্রমাণ করলো।

হিন্দু সংহতির পরিচালনায় পুরুলিয়া জেলার মালবাজারে রাম নবমী উৎসব পালন হল। ২০০ থেকে ২৫০ জন হিন্দু যুবক রামের নামে ধর্মরক্ষার সংকল্প নিয়েছে। এলাকায় একটি বিশাল শোভাযাত্রা করা হয়। কলকাতা থেকে রাজকুমার সরদার ও টোটন ওঝা রামপুজো ও শোভাযাত্রায় অংশ নেয়।

বাউড়িয়ায় হিন্দু সংহতির রামপুজো

এবার হিন্দু সংহতির প্রচেষ্টায় পার্শ্ববর্তী রাজ্য ঝাড়খন্ডের রাঁচীতে রামপুজোর আয়োজন করা হয়। বিড়লা ইনস্টিটিউড অফ টেকনোলজি-র স্টাফ, ছাত্র ও হিন্দু সংহতির উদ্যোগে প্রায় ৫০০-র অধিক হিন্দু সংহতির কর্মী ও সাধারণ মানুষ শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। ১০০ জনের একটি বাইক র‍্যালি শোভাযাত্রাকে লিড দেয়। হিন্দু সংহতির সহ সভাপতি দেবদত্ত মাজি এবং উপদেষ্টা প্রসুন মৈত্র কলকাতা থেকে রাঁচী গিয়েছিলেন এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে। পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামের জানকীনাথ মন্দিরে রাম পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। পুজো উপলক্ষ্যে গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। হিন্দু সংহতির কোষাধ্যক্ষ সুজিত মাইতি এবং পূর্ব মেদিনীপুরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী গোপাল দেবনাথ সমস্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বর্ধমান জেলায় রামনবমী উৎসব উদ্‌যাপন সমিতি রাম পুজোর আয়োজন করেছিল বর্ধমান টাউন

শেষাংশ ৪ পাতায়

দোল পূর্ণিমার শোভাযাত্রাকে ঘিরে উত্তপ্ত মগরাহাট

জখম ৫ হিন্দু, আশঙ্কজনক ১; নামল র‍্যাফ

দোল পূর্ণিমার শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে দঃ ২৪ পরগণার হিন্দু সংখ্যালঘু অঞ্চল, মগরাহাটে বিঘ্নিত হল জেলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাতাবরণ।

ঘটনায় প্রকাশ প্রতিবছরের মত এবছরেরও দঃ ২৪ পরগণার মগরাহাট থানার অন্তর্গত রাধানগর ধনীরামের চকে স্থানীয় নমঃশূদ্রা দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে ২৫-৩০ জনের একটি ছোট শোভাযাত্রা বের করে। বেলা ২টো নাগাদ হঠাৎই রং লাগাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় এক মুসলমান যুবকের সঙ্গে তাদের প্রথমে বচসা শুরু হয়, পরে হাতাহাতিতে গিয়ে পৌঁছায়। স্থানীয় হিন্দুদের অভিযোগ, স্থানীয় ৭০-৮০ জন উন্মত্ত মুসলিম যুবক উক্ত যুবকটির পক্ষ অবলম্বন করে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয় তাদের। ঘটনাস্থলেই আহত ও রক্তাক্ত হন অষ্টদেব হালদার, দেবা নস্কর, ভবেশ মন্ডল, রণজিৎ গায়েন নামক চার যুবক। এছাড়াও ভবেশকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন ভবেশের মা-ও।

ঘটনাস্থল থেকে তাদের দ্রুত উদ্ধার করে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানে দেবা নস্করের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় চিকিৎসকদের পরামর্শানুযায়ী তাকে ছাড়া বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

ঘটনার পর থেকেই বিরাট পুলিশবাহিনী ও র‍্যাফ মোতায়েন করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার সবরকমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদিও শেষ খবর পাওয়া অনুযায়ী গ্রামের অধিকাংশ হিন্দু পুরুষই গ্রাম ছাড়া এবং এখনও পর্যন্ত কারও গ্রেফতারের কোন খবর নেই।

আমাদের কথা

রামনবমী উৎসব ঃ হিন্দু ঐক্যের বার্তা

হায় হায় হায়। এ কি হল বাঙালীর! একেবারে অস্ত্র হাতে রাস্তায় নেমে রাম নবমী উদ্‌যাপন! ভক্তি গদ্‌গদ্ অশ্রু সজল বাঙালীর এ কি ভীমরতি হল! ঘরের কোণে, একান্ত সঙ্গোপনে এতদিন যারা পূজা-আর্চায় ব্যস্ত থাকত, আদুল গায়ে দুহাত তুলে সংকীর্তনে মত্ত হতো, আজ তারাই অস্ত্র হাতে রাস্তায় নেমে রামের বীরগাথা কাহিনী প্রচার করছে। কয়েকদিন ধরেই গ্রাম বাংলার মেঠো রাস্তা থেকে শহরের রাজপথ 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে। এর আগেও রাম নবমী উপলক্ষে বহু জায়গায় রামপূজা হত। কিন্তু এবারের চিত্রটা একটু অন্যরকম। শুধু পশ্চিমবঙ্গে দু হাজারের বেশি জায়গায় রামপূজা হয়েছে। দলমত নির্বিশেষে সকলেই এই পূজায় অংশগ্রহণ করেছে। শুধু পূজা নয়, তার সঙ্গে শক্তি প্রদর্শনে মেতে উঠেছে বাঙালী। কিন্তু এতদিনকার বাঙালী চরিত্রের এই অভাবনীয় পরিবর্তনের কারণ কী? দুটো দিক হতে পারে- বর্তমানের চাহিদা আর পশ্চিমবাংলার বুকে হিন্দু সংহতি নামক সংগঠনের উত্থান।

আর এতেই গেল গেল রব উঠল বুদ্ধিজীবী থেকে শিক্ষিত মহলে। বাঙালী হিন্দুর এই অস্ত্র নিয়ে মিছিলকে সুনজরে তারা দেখলেন না। ভীরু মানসিকতা ছেড়ে এমন মারমুখী হয়ে উঠল কেন, শাস্ত্র ছেড়ে অস্ত্র ধরলো কেন তাই এখন তাদের গবেষণার বিষয়। গত ১৯ এপ্রিল রবিবার 'মিলিটারি রামের কবলে' শীর্ষক রচনায় লেখক বিশ্বজিৎ রায় 'বাঙালীর ভক্তি এমন লড়াই খ্যাপা কবে থেকে হল' বলে প্রশ্ন তুলেছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামচন্দ্র তো 'ভক্তের ভগবান'। সেখানে তিনি অসি ছেড়ে বাঁশি ধরেছেন। যুদ্ধবাজ রাম নন, ভক্তিবাদী রামই তো বাঙালীর আরাধ্য। তা হলে বাঙালী হঠাৎ আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে মিলিটারী ভঙ্গিতে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে মুখরিত হল কেন? বুদ্ধিজীবীরা পড়লেন মহা ফাঁপড়ে। এমন আচরণতো বাঙালীর সহজাত নয়। একইসঙ্গে সমালোচনার ঝড়ও উঠল। উগ্র হিন্দুত্ববাদ বাঙালীর মননকে গ্রাস করছে, বাঙালীর দীর্ঘদিনের মানসিকতার পরিবর্তন আসছে-এতেই শঙ্কিত ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীরা। বাঙালীর এ হেন আচরণে বুদ্ধিজীবীদের ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যবসায় টান পড়তে চলেছে-তাই এই গেল গেল রব।

এবার একটু ভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করা যাক। বিশ্বজিৎ রায়ের এটা জানা একান্ত জরুরী যে কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামায়ণ কম, বাঙালী ঘরোয়া আলেখ্যই প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। রামায়ণের বীর রস ভক্তিরসে পরিণত হয়েছে। কিন্তু রামায়ণে রাম চরিত্রের মধ্য দিয়ে এক সংগ্রামী পুরুষকে পাই। মাত্র ১৩ বছর বয়সে তারকা রাক্ষসীকে বধ করে সাধুদের তিনি পরিত্রাণ করেছিলেন। সেই তার সংগ্রাম শুরু। এরপর দীর্ঘ জীবনে অসংখ্য যুদ্ধ এবং শেষে রাবণ বধ করে পৃথিবী পাপ মুক্ত করা- এইতো রামায়ণের মূল উপজীব্য বিষয়। রাম জাতেও ক্ষত্রিয় সন্তান। সহজাত বীরত্ব তাঁর মধ্যে বর্তমান। কিন্তু এই বীরত্বব্যঞ্জণ কথা বাঙালীর সামনে তুলে ধরা হল না। শুধু ভক্তি, ভক্তি আর ভক্তির প্রাবল্যে ভাসিয়ে দেওয়া হল বাংলার রামায়ণ 'শ্রীরাম পাঁচালী' তে।

ধর্মের মধ্যেই লুকিয়ে আছে একটা জাতির সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস শিক্ষা-দীক্ষা, চেতনা সবকিছু। লঘু শব্দে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা যেতে পারে (যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ করেছেন) কিন্তু ধর্মের গরিমা কোথাও ক্ষুণ্ণ করা হয় না। রামকৃষ্ণদেবও করেননি। শ্রীচৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের পিছনে সমকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতির একটা বড় প্রভাব ছিল। কিন্তু এটাও মনে রাখা দরকার কাজীর সঙ্গে চৈতন্যপন্থীরা পুরোটাই ভক্তি-শান্তির পথে হাঁটেননি, শক্তির পথও অবলম্বন করেছিলেন। এখানেও সহজ সরল সত্যটা উঠে আসছে- যে যেরকম ভাষা বোঝে তাকে সেই ভাষাতেই বোঝানো উচিৎ। স্বাধীনতার আন্দোলনকারী বাঙালি তো হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল। সেও তো এক ধর্মের লড়াই (স্ব-অধীনতার ধর্ম)। তাহলে তাদেরকেও লড়াই খ্যাপা বলে ব্যঙ্গ করলে সামাজিক সত্যের অপলাপ হয় না কি?

আমরা কিন্তু এর মধ্যে এক গভীর চক্রান্ত দেখতে পাচ্ছি। পশ্চিমবাংলার আকাশে আবার অশনি সংকেত। ইসলামিক আগ্রাসন ক্রমশ বাংলার মাটিকে গ্রাস করতে উদ্যত। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে গ্রামবাংলার সাধারণ হিন্দু। লাভ জেহাদ, ল্যান্ড জেহাদ তো আছেই, তারপর হিন্দু যুবকদের কাজের লোভ দেখিয়ে, অল্প বয়সী মুসলিম মেয়ের লোভ দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করার কাজ চলছে পুরোদমে। এর পিছনে বিদেশী শক্তির (আরবীয় রাষ্ট্র) হাত আছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা দেখা যায় তা আরও ভয়ংকর। এভাবে চলতে থাকলে অচিরেই পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা কাশ্মীরের মতো হবে। দেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে থেকে গেলেও পশ্চিমবঙ্গ থেকে হিন্দুরা হবে বিতারিত, জঙ্গীদের পীঠস্থান হবে, দেশবিরোধী স্লোগান উঠবে, পাকিস্তানের পতাকা উড়বে আর ভারতের পতাকা পোড়ানো হবে। জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাধারণ মানুষ ইঁট-পাথর ছুঁড়বে, প্রশাসনের বিরোধিতা করবে।

সত্যটা দেরিতে হলেও বুঝতে পেরেছে বাঙালী হিন্দু। তাই কিছু বাঙালী ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী একে উগ্র হিন্দুত্ববাদ, ধর্মের আফিম বলে গাল পাড়ুক না কেন, সাধারণ মানুষ আর এদের ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না। পরগাছা বামপন্থীগুলো (যাদবপুর থেকে দেশবিরোধী স্লোগান উঠলেও এরা নীরব থাকে) তো সকলের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছে। এরা দেশবিভাজনের চক্রান্তে জড়িত থাকলেও অবাক হবো না। তাই বাঙালী হিন্দু জাগছে। জাগছে মার খেয়ে। জাগছে বিকল্প কোন পথের সন্ধান না পেয়ে। তাই এবারের রামপুজোয় ভক্তির গদ্‌গদতা দেখা যায়নি, শোনা গেছে অস্ত্রের ঝনঝনানি। এটাই বর্তমানের চাহিদা। প্রতিবাদ, প্রতিকার, প্রতিরোধের পথে হাঁটতে শিখেছে বাঙালী হিন্দু। এটা কোন মেরুকরণের রাজনীতি নয়। রাম কারুর একার নয়। এই সত্যটাই এবার দেখা গেল দলমত নির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক দল, সংগঠন বা ক্লাবগুলোর রামপুজো করার ও শক্তি প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে। এটা শুভ লক্ষণ।

গেরুয়া গেঞ্জিতে জয় শ্রীরাম ঃ রামপুরহাট থানায় আটক ৫ যুবক

শুধু 'হর হর মহাদেব' এবং 'জয় শ্রীরাম' লেখা গেরুয়া গেঞ্জি পরায় ৫ জন যুবককে দুই ঘন্টা আটকে রাখার পর মুচলেখা লিখিয়ে মুক্তি দিল রামপুরহাট থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত, গত বছরের ১৬ই অক্টোবর মোল্লারপুরের কাছে খরাসিনপুর গ্রামের মোড়ে নৃশংসভাবে মুসলমানের মারে মৃত্যু হয় ইন্দ্রজিৎ দত্ত নামে এক যুবকের। গত ২৬শে মার্চ, ২০১৭-তে শুভঙ্কর অবতার, সৌরভ গোস্বামী, মিলন মন্ডল, শিবশঙ্কর মন্ডল, রাজকৃষ্ণ আচার্য নামে কয়েকজন যুবক ইন্দ্রজিতের মায়ের হাতে ৫১ হাজার টাকার সাহায্য তুলে দিতে আসেন বর্ধমানের সমুদ্রগড় সহ বেশ কয়েকটি জেলা থেকে। এরপর রামপুরহাট স্টেশনে ট্রেন ধরে তাঁদের বাড়ি ফেরার কথা ছিল। কিন্তু সেখান থেকেই ৫ জনকে আটক করে রামপুরহাট থানার পুলিশ। থানায় দুই ঘন্টা ধরে ম্যারাথন জেরা করেন রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধৃতিমান সরকার এবং ইন্সপেক্টর স্বপন ভৌমিক।

বিশেষ প্রতিবেদন

অমর আত্মা ক্ষুদিরাম বসু

ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসির সময় দুজন বাঙালী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। একজন হলেন বেঙ্গল কাগজের সংবাদদাতা ও উকিল উপেন্দ্রনাথ বসু আর অন্যজন হলেন ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপেন্দ্রনাথ বসু ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি নিয়ে সেই সময়ে একটি লেখা লেখেন। পাঠক বর্গের কাছে সেই লেখাটাই নিবেদন করছি—

মজঃফরপুরে আমাদের উকিলদের একটি ছোট্ট আড্ডা ছিল। আমরা প্রতি শনিবার সেখানে একত্রিত হইয়া গল্প করিতাম, রাজা উজির বধ করিতাম।

১লা মে (১৯০৮) শোনা গেল মজঃফরপুর হইতে ২৪ মাইল দূরে ঊষা নামক স্টেশনে একটি বাঙালী ছাত্রকে পুলিশ ধরিয়া আনিয়াছে। দৌড়িয়া স্টেশনে গিয়া শুনিলাম পুলিশ ছাত্রটিকে লইয়া সোজা সাহেবদের ক্লাবের বাড়িতে গিয়াছে। সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ উডম্যান তাহার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিতেছেন।

পরদিন সকালে ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ উডম্যান বাঙালী উকিলদিগকে নিজের এজলাসে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আমাদের মধ্যে প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত শিবচরণ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সরকারী উকিল। তাঁর সঙ্গে আমরা ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে উপস্থিত হইয়া দেখি, কাঠগোড়ায় দাঁড়াইয়া রইয়াছে একটি ১৫/১৬ বছরের প্রিয়দর্শন বালক। এতোগুলো বাঙালী উকিল দেখিয়া ছেলেটি মৃদু মৃদু হাসিতেছে। কি সুন্দর চেহারা ছেলেটির, রঙ শ্যামবর্ণ কিন্তু মুখখানি এমনই চিত্তকর্ষক যে দেখিলেই স্নেহ করিতে ইচ্ছা করে।

উডম্যান সাহেব যখন ছেলেটির বর্ণনা পড়িয়া আমাদের শোনাইতে লাগিলেন, তখন জানিলাম ছেলেটির নাম ক্ষুদিরাম বসু, নিবাস মেদিনীপুর।

ক্ষুদিরামের বর্ণনা পড়িতে পড়িতে ক্রোধে উডম্যান সাহেবের বদন রক্তবর্ণ ও ওষ্ঠ কম্পিত হইতেছিল।

দায়রায় ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থনের জন্য কালিদাসবাবুর নেতৃত্বে আমরা প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। নির্ধারিত দিনে রঙপুর হইতে দুজন উকিল এই কার্যে সহায়তা করিতে আসিলেন। একজনের নাম সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী। এজলাস লোকারণ্য তিন-চার জন সাক্ষীর জবানবন্দী, জেরা ও বক্তৃতা শেষ হইলে, ক্ষুদিরামের উপর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইল।

আদেশ শুনিয়া ক্ষুদিরাম জজকে বলিলেন, ''একটা কাগজ আর পেনসিল দিন, আমি বোমার চেহারাটা আঁকিয়া দেখাই। অনেকেরই ধারণা নাই ওই বস্তুটি দেখিয়ে কিরকম।'' জজ ক্ষুদিরামের এ অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। বিরক্ত হইয়া ক্ষুদিরাম পাশে দাঁড়ানো কনস্টেবলকে ধাক্কা দিয়া বলিল, 'চলো বাইরে।'

ইহার পর আমরা হাইকোর্টে আপিল করিলাম। ক্ষীণ আশা ছিল, যদি মৃত্যুদন্ডের বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। জেলে তাহাকে এ প্রস্তাব করিতেই সে অসম্মতি জানাইলো। বলিল, 'চির জীবন জেলে থাকার চেয়ে মৃত্যু ভালো।' কালিদাস বোঝাইলেন দেশে এমন ঘটনা ঘটিতেও পারে যে তোমায় বেশিদিন জেলে থাকিতে নাও হইতে পারে। অবশেষে সে সম্মত হইল। কলকাতা হাইকোর্টের আপিলে প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু ফাঁসির হুকুম বহাল রহিল।

১১আগষ্ট ফাঁসির দিন ধার্য হইল। আমরা দরখাস্ত দিলাম যে ফাঁসির সময় উপস্থিত থাকিব। উডম্যান সাহেব আদেশ দিলেন দুইজন মাত্র বাঙালী ফাঁসির সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবে। আর শব বহনের জন্য ১২ জন এবং শবের অনুগমনের জন্য ১২ জন থাকিতে পারিবে। ইহারা কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়া শ্মশানে যাইবে। ফাঁসির সময় উপস্থিত থাকিবার জন্য আমি ও ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উকিলের অনুমতি পাইলাম। আমি তখন বেঙ্গলী কাগজের স্থানীয় সংবাদদাতা। ভোর ছ'টায় ফাঁসি হইবে। পাঁচটার সময় আমি গাড়ির মাথায় খাটিয়াখানি ও সৎকারের অত্যাবশকীয় বস্ত্রাদি লইয়া জেলের ফটকে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম নিকটবর্তী রাস্তা লোকারণ্য। সহজেই আমরা জেলের ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

ঢুকিতেই একজন পুলিশ কর্মচারী প্রশ্ন করিলেন বেঙ্গলী কাগজের সংবাদদাতা কে? আমি উত্তর দিলে হাসিয়া বলিল, আচ্ছা ভিতরে যান। দ্বিতীয় লোহার দ্বার উন্মুক্ত হইলে আমরা জেলের আঙ্গিনায় প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম ডানদিকে একটু দূরে প্রায় ১৫ ফুট উঁচুতে ফাঁসির মঞ্চ। দুই দিকে দুই খুঁটি আর একটি মোটা লোহার রড যা আড়াআড়িভাবে যুক্ত, তারই মাঝখানে বাঁধা মোটা একগাছি দড়ি ঝুলিয়া আছে। তাহার শেষ প্রান্তে একটি ফাঁস।

একটু অগ্রসর হইতে দেখিলাম ক্ষুদিরামকে লইয়া আসিতেছে চারজন পুলিশ। কথাটা ঠিক বলা হইল না। ক্ষুদিরামই আগে আগে অগ্রসর হইয়া যেন সিপাইদের টানিয়া আনিতেছে। আমাদের দেখিয়া একটু হাসিল। স্নানসমাপন করিয়া আসিয়াছিল। মঞ্চে উপস্থিত হইলে তাহার হাত দুখানি পিছন দিকে আনিয়া রজ্জুবদ্ধ করা হল। একটি সবুজ রঙের টুপি দিয়া তাহার গ্রীবামূল পর্যন্ত ঢাকিয়া দিয়া ফাঁসি লাগাইয়া দেওয়া হইল। ক্ষুদিরাম সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রইল। এদিক ওদিক একটুও নড়িল না।

উডম্যান সাহেব ঘড়ি দেখিয়া একটি রুমাল উড়াইয়া দিলেন। একটি প্রহরী মঞ্চের একপ্রান্তে অবস্থিত হ্যান্ডেল টানিয়া দিল। ক্ষুদিরাম নিচে অদৃশ্য হইয়া গেল। কেবল কয়েক সেকেন্ড ধরিয়া উপরের দিকের দড়িটা একটু নড়িতে লাগিল। তারপর সব স্থির।

কর্তৃপক্ষের আদেশে আমরা নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়ে শ্মাশানে চলিতে লাগিলাম। রাস্তার দুপাশে কিছু দূর অন্তর পুলিশ প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের পশ্চাতে শহরের অগণিত লোক ভীড় করিয়া আছে। অনেকে শবের উপর ফুল দিয়া গেল। শ্মশানেও অনেক ফুল আসিতে লাগিল। চিতারোহনের আগে স্নান করাইতে মৃতদেহ বসাইতে গিয়া দেখি মস্তকটি মেরুদন্ড চ্যুত হইয়া বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। দুঃখে-বেদনায় ক্রোধে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মাথাটি ধরিয়া রাখিলাম। বন্ধুগণ স্নান শেষ করাইলেন তারপর চিতায় শোয়ানো হইলে রাশিকৃত ফুল দিয়া মৃতদেহ সম্পূর্ণ ঢাকিয়া দেওয়া হইল। কেবল উহার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানা অনাবৃত রহিল।

দেহটি ভস্মিভূত হইতে বেশী সময় লাগিল না। চিতার আগুন নিভাইতে গিয়া প্রথম কলসি জল ঢালিতেই তপ্ত ভস্মরাশি খানিকটা আমার বক্ষস্থলে আসিয়া পড়িল। তাহার জন্য জ্বালা যন্ত্রণা বোধ করিবার মতন মনের অবস্থা তখন ছিলনা।

আমরা শ্মশান বন্ধুগণ স্নান করিতে নদীতে নামিয়া গেলে পুলিশ প্রহরীগণ চলিয়া গেল। আর আমরা সমস্বরে বন্দেমাতরম্ বলিয়া মনের ভার খানিকটা লঘু করিয়া যে যাহার বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। সঙ্গে লইয়া আসিলাম একটি টিনের কৌটায় কিছুটা চিতাভস্ম, কালিদাসবাবুর জন্য। ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলায় সে পবিত্র ভস্মধার কোথায় হারাইয়া গিয়েছে।

(উপেন্দ্রনাথ বসুর ব্যক্তিগত রচনা থেকে সংগৃহিত)

বাঙালির শক্তি নমঃশূদ্র জাতির সঠিক মূল্যায়ন এখনও হয়নি

তপন ঘোষ

শেষ পর্ব

১৯৪৭ সালের ১২ই জুন কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে দেশভাগ মেনে নিল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং সভায় দেশভাগের পক্ষে সবচেয়ে বড় ওকালতি করলেন গান্ধীজী নিজে। অথচ তিনিই আগে ঘোষণা করেছিলেন যে কংগ্রেস দেশভাগ মানবে না এবং দেশভাগ করতে হলে তাঁর দেহকে দু টুকরো করে তবেই করা যাবে। এই হল সত্যের পূজারীর কীর্তি- প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে দেশভাগের পক্ষে ওকালতি করা।

ইংরেজ আগে বলেছিল, ১৯৪৮-এর জুন মাসে তারা ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে ভারত ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু কংগ্রেসের দেশভাগ মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা। বিশেষ করে পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধপ্রদেশে হিন্দুদের উপর নেমে এল প্রচন্ড আক্রমণ। পৃথিবীর ইতিহাসে এত রক্তাক্ত ব্যাপক দাঙ্গার উদাহরণ বিরল। ইংরেজ দেখল যে ১৯৪৮-এর জুন পর্যন্ত দেরি করলে পরিস্থিতি তো হাতের বাইরে যাবেই, তার সঙ্গে তাদের এজেন্ট নেহেরুর হাতেও আর ক্ষমতা তুলে দিয়ে যেতে পারবে না। ভবিষ্যতে ভারতে ব্রিটিশের স্বার্থ রক্ষা করা যাবে না। তাই তারা স্বাধীনতার দিন অনেকটা এগিয়ে এনে ১৯৪৭-এর ১৪ ও ১৫ আগষ্ট ঠিক করল। ১৪ই আগষ্ট ভারত ভাগ করে পাকিস্তান গঠন এবং ১৫ই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা।

যাদের সামান্য বুদ্ধি আছে তারা বুঝতে পারল যে মুসলিম দেশে হিন্দু থাকতে পারবে না। তাই উচ্চবর্ণ ও উচ্চ শ্রেণির হিন্দুরা তল্পিতল্পা গুটিয়ে ভারতে চলে আসা শুরু করে দিল। পশ্চিম পাকিস্তান অংশে যে প্রচন্ড রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা চলতে থাকল, সম্পত্তি লুঠ ও হিন্দু শিখ নারীর ইজ্জত নষ্ট করা চলতে থাকল, তার পরিণামে লাখে লাখে হিন্দু ও শিখ ভারতে চলে আসতে লাগল। এর প্রতিক্রিয়ায় উত্তর-পশ্চিম ভারতেও মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা শুরু হল এবং বহু সংখ্যায় মুসলমানও পাকিস্তানে চলে যেতে বাধ্য হল। তখন কিন্তু আমাদের এই পূর্ব ভারতে সেই পরিমাণে রক্তাক্ত দাঙ্গা হয়নি। তার প্রধান কারণ দুটি। এক, গান্ধীজীর কলকাতায় অবস্থান। ফলে পূর্ববঙ্গে হিন্দুর উপরে যেটুকু অত্যাচার হচ্ছিল কলকাতায় তার প্রতিক্রিয়া না হওয়ার ফলে পূর্ববঙ্গেও দাঙ্গাটা আর বাড়ল না। দুই, বিনা দাঙ্গাতেই পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দু বাবুরা জমি জায়গা সম্পত্তি ছেড়ে ভারতে চলে আসছিল, মুসলমানরা সেগুলো দখল করতেই বেশি ব্যস্ত ছিল। এবং তারা কৌশলগত কারণে নমশূদ্রঃ ও অন্যান্য নিম্নজাতির উপর ঐ সময়ে আক্রমণ করলো না।

দেশভাগ হতে চলেছে। পাকিস্তানের সংবিধান রচনার জন্য একটি সংবিধান সভা গঠিত হবে। সেই সভার প্রথম বৈঠকে (করাচি) সভাপতিত্ব করার জন্য জিন্না দায়িত্ব দিলেন যোগেন মন্ডলকে। সেটা যোগেনবাবু এক মহা গৌরবের বিষয় বলে মনে করলেন। এই বৈঠকের প্রধান কাজ ছিল পাকিস্তানের সংবিধান সভার সভাপতি নির্বাচন করা। এই বৈঠকের সভাপতির ভাষণে যোগেন মন্ডল মহম্মদ আলী জিন্নার ভূয়সী, বাঁধভাঙা প্রশংসা করলেন। যোগেনবাবু জিন্নাকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা বলে ঘোষণা করলেন। এই নির্লজ্জ চাটুকারিতার প্রতিদানে তিনি পাকিস্তানের প্রথম আইনমন্ত্রী রূপে মনোনীত হলেন।

আবার ফিরে আসি পূব বাংলায়। যোগেন মন্ডল নমঃশূদ্রের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নিরাপত্তা রক্ষার। তাই একাংশের মনে ওড়াকান্দি ঠাকুরবাড়ির প্রতি আস্থা বোধ হয় একটু টলে গিয়েছিল। আর বাবুদের তো আত্মীয়স্বজন আছে কলকাতা, হাওড়া বর্ধমানে। তাদের তো কেউ নেই। কোথায় যাবে, কার কাছে

গুরুচাঁদ ঠাকুর

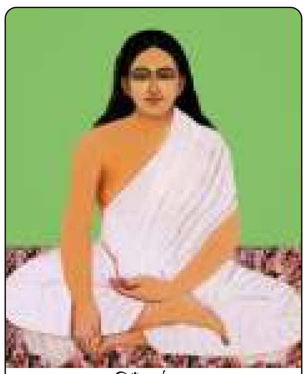

হরিচাঁদ ঠাকুর

পি. আর ঠাকুর

গিয়ে উঠবে? কিন্তু ব্যারিস্টার পি.আর. ঠাকুর তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন এই মুসলমানের দেশে হিন্দুরা টিকতে পারবে না, সে ধনী হোক আর গরীব-ই হোক। উঁচু জাতই হোক বা নীচু জাতই হোক। তাই তিনি দেশ ভাগের অব্যবহিত পরেই তাঁর স্বজাতিকে আহ্বান জানালেন তাঁর সঙ্গে মাতৃভূমি ত্যাগ করে ভারতে চলে আসার। চলে আসার আগেই নড়াইলের জমিদার বাড়ির প্রাঙ্গণে আয়োজিত পূর্ববঙ্গে তাঁর শেষ সভায় তিনি স্বজাতিদের আহ্বান জানিয়ে বললেন যে সমগ্র হিন্দুজাতির সামনে এখন মহাসংকট। এই সময়ে আমরা যেন নিজেদের মধ্যে উঁচু নীচু বোধ না রাখি এবং আমরা যেন সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে পারি। পূর্ববঙ্গের মাটিতে সেই ছিল তাঁর শেষ আহ্বান ও সাবধানবাণী। তারপর তাঁর অনুগামীদের নিয়ে রওনা দিলেন ভারতের উদ্দেশ্যে। সবাই এল না তাঁর সঙ্গে। যোগেন মন্ডলের দেওয়া প্রতিশ্রুতিতে ভরসা রেখে অধিকাংশ নমঃশূদ্রই থেকে গেল নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তানে। প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে এপারে এসে বনগাঁর কাছে গাইঘাটায় আশ্রয় নিলেন। ধীরে ধীরে সেখানেই গড়ে উঠল নমঃশূদ্র জাতির নতুন কেন্দ্র। নাম দেওয়া হল ঠাকুরনগর। সম্পূর্ণ অবহেলা ও তাচ্ছিল্ল নিয়ে শুধু নিজেদের অসম্ভব পরিশ্রমকে সম্বল করে একটা জাতি সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থা থেকে নতুন করে তাদের জীবন শুরু করল। আজকের ঠাকুরনগর দেখে আজ থেকে ৫০ বছরের আগের ঠাকুরনগরের কথা কেউ কল্পনাও করতে পারবেন না।

ওদিকে পূর্ব পাকিস্তানে বিরাট সংখ্যক নমঃশূদ্র থেকে গেল। যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল বিশাল পাকিস্তান রাষ্ট্রের একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী, আইনমন্ত্রী। মন্ত্রীত্ব উপভোগ করছেন, বোধ হয় ভাবছেন, ইন্ডিয়ায় গেলে তো বাবুদের সমান মর্যাদা পেতাম না, এখানে মুসলমানদের কাছে কত মর্যাদা পাচ্ছি। আর পি.আর.ঠাকুর চলে যাওয়ার পর তার স্বজাতির লোকেদের মধ্যে তিনি তো রাজা। কিন্তু ওই যে বলে, গরীবের কথা বাসি হলে দাম হয়। তাঁর ঠাকুমা দিদিমা তো বলে গিয়েছিলেন, তেঁতুল হয় না মিষ্টি, শেখ হয় না ইষ্টি। সে কথা শোনেননি। ভাই সাহেবদের আর কতদিন ধৈর্য্য থাকবে? বাবুগুলোকে তাড়িয়েছি, আর এই নমো-রা বাকি থাকবে? এরাও তো বাবুদের মতোই গুণাহ মূর্তি পূজা করে, কাঁসর ঘন্টা বাজায়, শঙ্খধ্বনি করে, শাঁখা-সিঁদুর পড়ে। আবার হরিবোল হরিবোল করে কান ঝালাপালা করে দেয়। বাবুদের মতো এরাও তো মুশরিক। এবার এদের পালা।

শুরু হল মার। প্রচন্ড মার। ১৯৫০ সালে নমঃশূদ্রদের উপর বিদ্যুতের চাবুকের মতো নেমে এল সেই অত্যাচার। সে অত্যাচারের বর্ণনা করা অসম্ভব। বহু মাইল চওড়া পদ্মা-মেঘনা পার হয়ে সেই আর্তনাদের আওয়াজ পশ্চিম পাকিস্তানের তখনকার রাজধানী করাচি পর্যন্ত পৌঁছাবে কি করে? তাও পৌঁছাল। যোগেন মন্ডল বিমানে উড়ে চলে এলেন ঢাকা। শুনলেন সব কথা। বেড়িয়ে পড়লেন জেলাগুলিতে নিজের চোখে পরিস্থিতি দেখার জন্য। তাঁর স্বজাতির উপর আক্রমণের চিহ্নগুলো দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। দেশের কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী হিসাবে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার-দেরকে ডেকে পাঠালেন কৈফিয়ত চাওয়ার জন্য। অনেকে দেখা করতে এলেনই না। যারাও বা এলেন তারা কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীর একটুও মর্যাদা দিলেন না। যোগেন মন্ডল তাঁর নিজের আসল অবস্থাটা বুঝতে পারলেন। মুসলমানের দেশে একটা হিন্দুর বাচ্চা, একটা কাফেরের বাচ্চার দাম কতটা তা বুঝতে পারলেন, সে যতবড় মন্ত্রীই হোক না কেন। কিন্তু তাঁর এইটুকু বোঝার জন্য তাঁর স্বজাতিকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে।

আমার ব্যক্তিগত ধারণায় এই লোকটি ডিগ্রিধারী হলেও অন্তঃসারশূন্য ছিলেন। তাই নমঃশূদ্র জাতির এই প্রচন্ড দুর্গতির এবং তাঁর নিজের ক্ষমতার তুচ্ছতা দেখার পরেও তিনি জায়গায় জায়গায় ছোট বড় সভা করে নমঃশূদ্র জাতিকে অভয় দিতে থাকলেন এবং বলতে থাকলেন যে তোমরা কেউ বাড়ি ছেড়ো না, এখানেই থাকো, আমরা এখানেই থাকবো। আর এরকমই একটি সভা করার পর রাত্রির অন্ধকারে তিনি নিজেই লুকিয়ে ভারতে পালিয়ে এলেন।

বহুজনের মুখে শোনা যায় মেঘনা নদীর ব্রীজের উপর দিয়ে আসা রিফিউজি বোঝাই ট্রেনগুলো থামিয়ে সমস্ত লোককে কেটে হত্যা করে ঐ মেঘনার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় বর্ডারে যে ভিড় হয়নি তার থেকে অনেক বেশি শরণার্থীদের ভিড় জমতে থাকলো ১৯৫০ সালে। শুরু হয় নমঃশূদ্রের দ্বিতীয় দফার দেশত্যাগ, এবার আরও বড় আকারে। এদিকে যোগেন মন্ডল ভারতে এসে এখান থেকে তাঁর পদত্যাগ পত্র লিখে পাঠালেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলী খানকে। আর সেই দীর্ঘ পদ্যতাগ পত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জেলা ধরে ধরে হিন্দুর উপর মুসলমানের অত্যাচারের বিশদ বিবরণ তিনি দিয়েছিলেন। তাঁর জীবনের এটা একটা ভালো কাজ বলে আমি মনে করি। সেই পদত্যাগপত্র হাতে পেয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যরা হ্যা হ্যা করে হাসছেন এটা আমি যেন মনঃশ্চক্ষে দেখতে পাই।

১৯৫০ সালে সেই যে আসা শুরু হল এখনো সেই আসা চলছে। তাদেরকে সাহায্য করার জন্য ভারত সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, যদিও তার মধ্যে অনেক জায়গাই ছিল অনুর্বর ও পাথুরে জমি। কিন্তু আন্দামান তো অনুর্বর জায়গা ছিল না। সেখানে অনেক শরণার্থীকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। আরও অনেককে দেওয়া যেত। কিন্তু জাত বেইমান কমিউনিস্টরা ঐ রিফিউজিদের আন্দামানে পাঠানোর পথে বাধা সৃষ্টি করল। তারা বলল, বাঙালিদেরকে কালাপানিতে দ্বীপান্তরে কেন পাঠানো হবে। তাদেরকে এই পশ্চিমবাংলাতেই পুনর্বাসন দিতে হবে। তাই আজ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ভরে গিয়েছে তামিল, তেলেগু ও ওড়িয়া মানুষে। আর বাঙালি হাত কামড়াচ্ছে। কমিউনিষ্টদের উস্কানিতে যারা আন্দামান গেল না, পশ্চিমবঙ্গেও তাদের অনেককেই পুনর্বাসন দেওয়া গেল না। তারা বাধ্য হয়ে বসে পড়ল রেল লাইনের দুধারে, সরকারি জায়গায়, ভেস্ট জমিতে ও কোথাও কোথাও স্থানীয়দের জমি জায়গা অবৈধভাবে দখল করে। উদাহরণ টালিগঞ্জ। ভারতের বহুস্থানে আজ নমঃশূদ্র জাতির মানুষরা একসঙ্গে আছেন, তার মধ্যে অন্যতম মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুর ও গড়চিরুলি, উত্তরাখন্ডের রুদ্রপুর, ওড়িষ্যার কালাহান্ডি, ঢেংকানল ইত্যাদি। সেখানেও অসম্ভব পরিশ্রম করে পাথুরে মাটিতে লাঙল চালিয়ে তারা জীবন যাপন শুরু করেছিল। আজ তাদের মধ্যে অনেকেই এখন শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ভারত সরকার এদেরকে সাহায্য করেছে। কিন্তু বাংলাদেশ তৈরি হয়ে যাওয়ার পর নতুন করে আর কোন শরণার্থীকে ভারত সরকার সাহায্য করছে না। তার থেকেও বড় সমস্যা হল ১৯৭১-এর ৩০শে মার্চের পর যারা ভারতে এসেছে তাদেরকে নাগরিকত্বই দিচ্ছে না ভারত সরকার। এই সংখ্যাটাও বহু লক্ষ। পূর্ববঙ্গ, পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আগত যে শরাণার্থীরা আজও আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি এবং নাগরিকত্বের সমস্যায় ভুগছে তাদের অধিকাংশই নমঃশূদ্র। প্রচন্ড পরিশ্রমী ও সাহসী বিশাল একটা জাতি আজ পরিচয়ের সংকটে ভুগছে। কী তাদের পরিচয়, কতটুকু তাদের অধিকার, কোথায় তাদের ঠাঁই?

ভারতের যে যেখানেই থাকুন না কেন চৈত্র মাসে বারুনী স্নানের তিথিতে লক্ষ লক্ষ নমঃশূদ্র মানুষরা একত্রিত হন বনগাঁর কাছে ঠাকুরনগরে। হরিচাঁদ, গুরুচাঁদ ও পি আর ঠাকুরকে শ্রদ্ধা নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা খুঁজতে আসেন তাঁদের শিকড়কে। ওই তীর্থস্থানে আমিও বহুবার গেছি। দেখেছি তাদের ভক্তি, নিষ্ঠা ও শিকড় খোঁজার আকুতিকে। লক্ষ লক্ষ মানুষের জনস্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে অনুভব করেছি এরা ভারতের উপর বোঝা নয়। এরা সম্পদ। বোঝা হল সুনীল গাঙ্গুলী, বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, বিমল বসু, সুজন চক্রবর্তী, তড়িৎ তোপদারের মতো রিফিউজিরা। এই শ্রেণির লোকেরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে আশ্রয় নিয়ে নিজেদেরটা গুছিয়ে নিয়ে ভারতের শুধু ক্ষতিই করেছে।

হরিচাঁদ গুরুচাঁদ যে জাতির ভিত নির্মাণ করে গিয়েছেন সে জাতি নষ্ট হবে না। তারা আবার মাথা তুলে দাঁড়াবেই। কিন্তু তাদের বর্তমান সমস্যাগুলির আশু সমাধান কি তা আমার জানা নেই। কিন্তু এই সমস্যাগুলির কারণ কি তা আমি জানি। যে কারণগুলির জন্য বেশিরভাগটাই তারা দায়ী নয়। দায়ী সমাজের নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব। প্রত্যক্ষভাবে দায়ী দেশভাগ। মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদ, মাতৃভূমিকে খন্ডিত হতে দেওয়া-এর বিরুদ্ধে আমরা রুখে দাঁড়াইনি, মুসলমানরূপী দুর্বৃত্তের অন্যায় দাবির কাছে আমরা মাথা নত করেছি। তার সঙ্গে আপস করেছি-এগুলো পাপ। এই পাপের পায়শ্চিত্ত শেষ না করে আমাদের মুক্তি নেই। আর এই পরাজয় গ্লানি অপমানের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা যেন আগামী দিনের চলার পথের রসদ সংগ্রহ করতে পারি-সেটাই আমার একমাত্র কামনা।

শেষ কথা, নমঃশূদ্র জাতির ইতিহাস হরিচাঁদ গুরুচাঁদের অবদান, সংকটকালে পি.আর.ঠাকুরের অসীম ধৈর্য্য ও যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের ঐতিহাসিক ভুল- এগুলো সম্বন্ধে আমি উপর উপর কিছুটা আলোচনা করলাম। কিন্তু এগুলি সম্বন্ধে আরও গভীর গবেষণার প্রয়োজন আছে। এখন তো ভারতে ১০০০-এর উপর বিশ্ববিদ্যালয়। কমপক্ষে ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০টি বিষয় বেছে নিয়ে এ সকল বিষয়ে গভীর গবেষণা হওয়া উচিৎ। আমাদের মনের অবচেতনে লুকিয়ে থাকা ভেদভাব থেকে মুক্ত হয়ে এই জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে নিরপেক্ষ গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধান শুধু বাংলার নয়, শুধু ভারতের নয়, সমগ্র মানবতার জন্য লাভজনক হবে বলে আমি মনে করি।

(সমাপ্ত)

হোলির দিন সিউড়ি-তে অশান্তি

গত ১২ই মার্চ সকালবেলা বীরভূমের সিউড়ি শহরের মৌমাছি ক্লাবের হিন্দু ছেলেরা নিজেদের মধ্যে হোলি খেলতে ব্যস্ত ছিল। ওই ক্লাবের দুই তিন জন বাইকে করে হোলি খেলার জন্য প্রশাসন ভবনের রাস্তা দিয়ে ক্লাবে আসছিলে তখন কিছু সংখ্যালঘু ছেলে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করতে শুরু করলে তাদের সাথে ঝামেলা শুরু হয়। তারপর মৌমাছি ক্লাবের সামনে পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

এই ঘটনার রেস কাটতে না কাটতেই পরেরদিন (১৩ই মার্চ) ঠিক মৌমাছি ক্লাবের পাশের মুসলিম জনবহুল পাড়া 'পুরাতন লাইন' এর কয়েকজন মুসলিম ছেলে পাশ্ববর্তী ১-এর পল্লীর বজরঙ্গবলী মন্দিরের কাছে পানের দোকানে পান খেতে আসে। পান খেয়ে সেই পানের পিক ফেললে সিউড়ি ১-এর পল্লী মোড়ে বজরঙ্গবলী মন্দিরের গায়ে লাগে এবং একটি ছেলের গায়েও গিয়ে লাগে। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা হিন্দু ছেলেরা প্রতিবাদ করলে তাদের সাথে ঝামেলা শুরু হয়। স্থানীয় সূত্রে পাওয়া খবর অনুসারে, সিউড়ি ১-এর পল্লীতে হনুমান মন্দিরের সামনেও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

মগরাহাটের মাখালতলায় মতুয়াদের দোলযাত্রার উপরে হামলা

মগরাহাটের মাখালতলায় মসজিদের সামনে দিয়ে দোল পূর্ণিমার শোভাযাত্রা যাবার সময় হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষে এক হিন্দু যুবকের গুরুতর রূপে আহত হবার খবর পাওয়া গেছে।

স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী এদিন মতুয়াদের ৫০-৬০ জনের একটি বর্ণময় শোভাযাত্রা মাখাল তলার স্থানীয় একটি মসজিদের সামনে দিয়ে যাবার সময় মুসলমান গ্রামবাসীরা তাদের গতিরোধ করে। এই নিয়ে শোভাযাত্রারত মতুয়া নারী-পুরুষদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের বচসা শুরু হয়। এরপরই তাদের হাতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আক্রান্ত হন। ঘটনায় জনৈক অজয় নামক এক ব্যক্তি জখম হন। স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এদিকে তখনকার মত ব্যাপারটির নিষ্পত্তি হলেও এদিন সন্ধ্যের সময় পুনরায় স্থানীয় মতুয়াদের উপর মুসলমানেরা চড়াও হয়। এতে লাল্টু ও সোমনাথ নামক দুই হিন্দুর উপর আক্রমণ করা হয় বলে অভিযোগ। অথচ খবর পেয়ে মগরাহাট থানার পুলিশ লাল্টুকে আটক করে। হিন্দু সংহতির স্থানীয় প্রতিনিধি শ্রী হারান মন্ডলের প্রতিনিধিত্বে একটি দল গিয়ে থানা থেকে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। শ্রী মন্ডলের পক্ষ থেকে স্থানীয় পঞ্চায়েতের সালিশি সভার মাধ্যমে বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা হবে বলেও প্রশাসনকে আশ্বাস দেওয়া হয়। অথচ তা সত্ত্বেও সর্বশেষ প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী এলাকার মুসলমানদের প্রবল চাপে নতিস্বীকার করে থানার পক্ষ থেকে শ্রী মন্ডল সহ ৫-৬ জনের নামে মগরাহাট থানার পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সুয়োমোটো মামলা করতে চলেছে বলে সংগঠনের পক্ষে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

ঘটনার পর থেকে এলাকায় উত্তেজনা প্রশমনের উদ্দেশ্যে রাতারাতি এলাকায় একটি পুলিশ ক্যাম্প তৈরি করে সিভিক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

১ পাতার শেষাংশ

হিন্দু সংহতির উদ্যোগে রামপুজো

হলে। প্রধান অতিথি হিসাবে হিন্দু সংহতির সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি পুরুষোত্তম রামের জীবন ও আজকের সমাজে তাঁর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

উত্তর ২৪ পরগণার দেগঙ্গা হিন্দু সংহতির রামপুজো

পুরুলিয়া হিন্দু সংহতির রামপুজো

ঝাড়খণ্ড হিন্দু সংহতির রামপুজো

দোল উৎসবকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ

বারুইপুর ব্লকের অন্তর্গত ভুরকুল গ্রামে দোল উৎসবকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধে। ১২ই মার্চ ভুরকুল গ্রামে হরিণাম সংকীর্তন আয়োজিত হয়েছিল। ওইদিন সকালে ভুরকুল গ্রামের সমস্ত গ্রামবাসী নগর ভ্রমণে বেড়িয়েছিল আর তা ছাড়াও ওইদিন ছিল দোল উৎসব, সেহেতু ওই দুই উৎসবের একত্রিত মিলনে ভুলকুল গ্রামবাসী রঙ খেলাতে মেতে উঠেছিল। ওইসময় প্রতিবেশী কাঁটাপুকুর গ্রামের কয়েকটি মুসলমান ছেলে সেখানে উপস্থিত ছিল। ভুরকুল গ্রামবাসী তাদের গায়ে রঙ দিলে তারা বাজে বাজে গালিগালাজ করে এবং মারার হুমকি দেয়। ভুরকুল গ্রামবাসী এই ঘটনার প্রতিবাদ করলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা শুরু হয়। প্রথমে মুসলিমরা ইঁট ছুড়ে এক বয়স্ক মহিলার মাথা ফাটিয়ে দেয়। এর ফলে এলাকার সমস্ত গ্রামবাসী উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং তারা পাল্টা আক্রমণ করে এক মুসলিম মহিলার মাথা ফাটিয়ে দেয় এবং মুসলিম যুবকদের প্রচন্ড মারধোর করে। ওই সময় সেখানে পুলিশ বাহিনী উপস্থিত হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ঘটনাস্থলে তিনদিনের জন্য পুলিশ ক্যাম্প বসে। এরপর মুসলিম যুবকরা হুমকি দেয়, পুলিশ ক্যাম্প উঠে গেলে যে সমস্ত ব্যক্তি তাদের মারধোর করেছে তাদের মাথা কেটে নেবে।

এই ঘটনার পর ১৩ই মার্চ স্থানীয় হিন্দু সংহতির কর্মীদের নিয়ে এক বৈঠক করেছিল স্থানীয় গ্রামবাসী ও আশে পাশের গ্রামের কিছু হিন্দু যুবকরা। ১৫ই মার্চ ভুরকুল গ্রামের এক ব্যক্তি তার মেয়েকে উচচ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য স্কুলে দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু যাওয়ার পথে কিছু মুসলিম যুবক তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। এরপর বেগতিক দেখে ব্যক্তিটি গ্রামের এক ব্যক্তির কাছে ফোন করে জানালে সঙ্গে সঙ্গে ভুরকুলের যুবকেরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। আর মুসলিম যুবকেরা ওখান থেকে পালিয়ে যায়। ওইদিন কাঁটাপুকুর গ্রামের হোচন নামে এক ব্যক্তি ভুরকুলে উপস্থিত হয় এবং ভুরকুলের গ্রামবাসীদের কাছে সমস্ত ঘটনার জন্য অন্যায় স্বীকার করে এবং অঙ্গীকার করে পরবর্তী সময়ে ওই মুসলিম যুবকেরা আবার দুর্ব্যবহার করলে তিনি তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেবেন। কিন্তু ওইদিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা দিকে ভুরকুল গ্রামের দুটি বাচ্চা ছেলে আটা নিয়ে কাঁটাপুকুর গ্রামের ভিতর দিয়ে বাড়ি ফিরছিল তখন মুসলিমরা সাইকেল সহ তাদের সমস্ত আটা ফেলে দেয়। এই ঘটনা শোনার পর আবার ভুরকুল গ্রামবাসীরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে কিন্তু উত্তেজনা চেপে রেখে ভুরকুল গ্রামবাসী প্রথমে কয়েকটি বয়স্ক লোককে হোচেনের কাছে পাঠায়। সমস্ত ঘটনা শুনে হোচেন নামে ওই ব্যক্তি দুর্ব্যবহারকারী ছেলেদের ডেকে আনে এবং ভুরকুল গ্রামবাসীর সামনে তাদের চড় মারে এবং প্রতিশ্রুতি দেয় এমন ঘটনা দ্বিতীয়বার ঘটবে না। প্রতিবেশী মুসলিম এলাকাগুলি জোটবদ্ধ হয়ে ভুরকুল আক্রমণ করতে পারে, এমনটাই আশঙ্কা করছে ওখানকার এলাকাবাসীরা।

'হিন্দু রাষ্ট্র ভারতে রক্তগঙ্গা বইয়ে দাও' হুমকি আইএস-এর

লখনউ এনকাউন্টারে নিহত সইফুল্লার মৃত্যুর বদলা নাও, আহ্বান আইএস জঙ্গি চ্যানেলের। সইফুল্লাই ভারতীয় মুসলিমদের আদর্শ। এবার এমনই প্রচার শুরু করেছে আইএস পরিচালিত জেহাদি চ্যানেল। শুধু তাই নয়, 'আল হিন্দি' নামের ওই জেহাদি চ্যানেলের দাবি, ভারতীয় মুসলিম যুবকদের এবার এভাবেই হামলা চালাতে হবে। সইফুল্লার মত এভাবে 'লোন উলফ' হামলাই ভারতে চালানোর আহ্বানও জানানো হয়েছে ওই চ্যানেলের তরফে।

সূত্রের খবর, মেসেজিং অ্যাপ টেলিগ্রামের মাধ্যমেই ওই ধরণের প্রচার শুরু করেছে আল-হিন্দি নামে ওই জেহাদি চ্যানেলটি। পাশাপাশি সইফুল্লার মৃতদেহ নিতে অস্বীকার করায়, তার বাবা সরতাজকে কাফের বলেও উল্লেখ করা হয়েছে ওই চ্যানেলে। প্রসঙ্গত, লখনউ এনাকাউন্টারে সইফুল্লা নিহত হওয়ার পর, তার মৃতদেহ নিতে অস্বীকার করেন সরতাজ। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তাঁরা ভারতীয়। আর তাই, 'দেশদ্রোহীর মৃতদেহ তাঁরা গ্রহণ করবেন না বলেও স্পষ্ট জানিয়ে দেন। আর এরপরই

সরতাজের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং। আর তাতেই খেপে যায় আইএস পরিচালিত ওই চ্যানেলটি। ভিডিও বার্তা দিয়ে তারা জানিয়েছে, 'হিন্দু রাষ্ট্র ভারতবর্ষে রক্তগঙ্গা বইয়ে দাও।'

বুধবার সকালে এটিএস-এর সঙ্গে এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় জঙ্গি সইফুল্লার। সইফুল্লার ঘর থেকে ৪৫ গ্রাম সোনা, বিদেশি নোট, আটটি পিস্তল, ৬৫০ রাউন্ড কার্তুজ, টাইমার, বোমা তৈরির সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হয়। এরপরই গোটা দেশ জুড়ে সতর্কতা জারি করা হয়। সইফুল্লার মৃত্যুর হিসেব নিতে জঙ্গিরা ফের হামলা চালাতে পারে বলেও জারি করা হয় চূড়ান্ত সতর্কতা।

স্কুলে টুপি পরে আসতে দিতে হবে এবং পশ্চিমমুখী সব বাথরুম ভেঙে ফেলতে হবেঃ দাবী মুসলিম পড়ুয়াদের

গত ১৬ই মার্চ ও ১৭ই মার্চ নন্দীগ্রামে ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেছে। দূরের মানুষ জানতে পারেনি।

নন্দীগ্রাম ধান্যখোলা আদর্শ বিদ্যাভবন হাইস্কুলে কয়েকবার স্কুলের কিছু মুসলিম ছাত্র জাল টুপি পরে স্কুলে আসায় প্রধান শিক্ষক নিষেধ করেন। তিনি ছাত্রদেরকে বলেন, এটা মাদ্রাসা নয়! তাই এখানে স্কুলের নির্দিষ্ট পোশাক (সাদা-মেরুন) পরেই আসতে হবে। ছাত্ররা তা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু গত ১৬ই মার্চ বেশকিছু সংখ্যায় মুসলিম ছাত্রছাত্রীরা মাথায় জাল টুপি ও কালো ওড়না (হিজাব) পরে আসে। প্রধান শিক্ষক আবার নিষেধ করেন। ওইদিন আবার একাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা ছিল। ফলে তুলকালাম বেঁধে যায়। বহু সংখ্যায় ছাত্রদের অভিভাবক ও অন্যান্য মুসলিম স্কুলে হামলা করে। ব্যাপক ভাঙচুর চালায় মুসলমান ছাত্রছাত্রীরা। প্রধানশিক্ষক পবিত্র মাইতি বেধড়ক মার খান। এমনকি হামলাকারীরা স্কুলের বাথরুমটাও ভেঙে ফেলে। কারণ ওই বাথরুমের দরজা ছিল পশ্চিমমুখী। পুলিশ আসে। আসেন পুলিসের বড়কর্তারা। মুসলিম সমাজের মাওলানাদের সব দাবী মেনে নেন প্রশাসন।

১) ছাত্রছাত্রীরা মুসলিম টুপি ও হিজাব পরে স্কুলে আসতে পারবে। (২) প্রতি শুক্রবার মুসলিম ছাত্রদের নামাজ পড়ার জন্য এক ঘন্টা ছুটি দেওয়া হবে। (৩) স্কুলে নবীদিবস পালিত হবে। (৪) বাথরুম পুরো ভেঙে দিয়ে উত্তরমুখী করে দরজা বসানো হবে।

হাওড়ায় রামনবমী উপলক্ষ্যে ঐতিহাসিক পদযাত্রা

এবছর হাওড়া শহরে রামনবমী শোভাযাত্রা সত্যিই ঐতিহাসিক ছিল। "অঞ্জনি পুত্র সেনা" পক্ষ থেকে হিন্দু সংহতির সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী তপন ঘোষকে শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়। শোভাযাত্রায় জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান ছিল দেখবার মতো। শ্রী ঘোষ "অঞ্জনি পুত্র সেনা"কে তাঁর অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান। এরপিছনে দুটি কারণ আছে বলে তিনি মনে করেন। বিগত ১০-১৫ বছর ধরে হাওড়া শহরের, বিশেষ করে বি গার্ডেন থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত হিন্দুদের নিরাপত্তাহীনতার বোধ, এবং উত্তরপ্রদেশে হিন্দুত্বের সাফল্য।

হাওড়া শহরে বর্তমানে হিন্দিভাষীদের জনসংখ্যা অনেক বেশি, এবং এটা irreversible। কিন্তু কোথাও বাঙালি-অবাঙালি কোনো দ্বেষ বা টেনশন নেই। হয়ত বর্ধিত মুসলিম জনসংখ্যা এবং তাদের আগ্রাসী আচরণ এর পিছনে কিছুটা কারণ হতে পারে। কিন্তু ৯ই এপ্রিলের এই সমাবেশের শেষে তপন ঘোষের মন্তব্য, রাম যেমন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতকে মিলিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি এই সমাবেশ হাওড়াতে উত্তর ও পূর্ব ভারতকে মেলালো। এই শোভাযাত্রার রূপ সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ছিল।

অনেকদিন পরে যেন হিন্দুরা আবার জি টি রোডের দখল নিল ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। জি টি রোডের পাশে সমস্ত হাউসিং সোসাইটিগুলি থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জল, সরবত ইত্যাদি বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মহিলারা স্বাগত জানাতে বেরিয়ে এসেছিলেন। রাস্তার ধারে যেখানে যেখানে মুসলিম বসতি আছে সে সব জায়গায় পুলিশ ও র‍্যাফ ব্যারিকেড করে রেখেছিল। কারণ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিপদ ও অশান্তির আশঙ্কা উভয় দিক থেকেই ছিল। একতরফা মার খাওয়ার দিন শেষ এটা সবাই আজ বুঝতে পেরেছে।

শোভাযাত্রায় তপন ঘোষ সকলের সঙ্গে দীর্ঘ পথ হাঁটেন। হাওড়া ময়দানে সমাপ্তি অনুষ্ঠানেও বক্তব্য রাখেন তিনি। শ্রী ঘোষের সঙ্গে হিন্দু সংহতির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে দেবদত্ত মাজি, পীযুষ মন্ডল, তন্ময় বসাক, সৌমেন ভৌমিক উপস্থিত ছিলেন। এই ঐতিহাসিক শোভাযাত্রা আয়োজনের জন্য নীরজ আগরওয়াল, অমরদীপ পাল, সুরেন্দ্র ভার্মা, উমেশ সিং সহ "অঞ্জনি পুত্র সেনা" সমস্ত কর্মকর্তাদেরকে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানানো হয়।

বর্ধমানে দোকান ভাঙচুর ঃ পলাতক রিপন সেখ

বর্ধমানে 'ফিউশন' নামক একটি ফটোগ্রাফির দোকানে ভাঙচুরের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো মিঠাপুকুর এলাকায়। সেখ রিপন নামে এক ব্যক্তি গত ১৪ই মার্চ দোকানে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে সেখ রিপন পেশায় টোটো চালক। ওইদিন দুপুর ২টো নাগাদ মদ্যপ অবস্থায় দোকানের সামনে রাখা একটি মোটরবাইক হঠাৎ-ই ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় সে। সেখ রাজু নামে দোকানের এক কর্মচারী ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে গেলে তাকে বেধড়ক মারধর করে এবং অভিযোগ অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ দেয় রিপন। এমনকি খুনের হুমকিও দেয় বলে অভিযোগ। এরপরই দোকানে ভাঙচুর চালায় রিপন। ঘটনাটি বর্ধমান থানায় অভিযোগ দায়ের করেন দোকানের মালিক অভিজিৎ দাস। তবে ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্ত সেখ রিপন। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

(সূত্র ঃ টাইমস অফ বেঙ্গল, বর্ধমান)

রামনবমীর মিছিলে হামলা

কলকাতার উপকণ্ঠে ব্যারাকপুরের কাছে টিটাগড়ে হিন্দু সংহতি ও এলাকার সাধারণ মানুষের উদ্যোগে এক বিশাল রাম নবমীর শোভাযাত্রা বার করা হয় গত ৭ই এপ্রিল। মিছিলে যুবক-যুবতীর উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। কিন্তু এ রকম ধর্মীয় মিছিল ও শান্তিপূর্ণভাবে হতে পারলো না জেহাদি হামলার ফলে। সূত্রের খবর রামনবমীর মিছিল বড় মসজিদের সামনে এলে মুসলমানরা মিছিল লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত হিন্দুরা অতর্কিত এই আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, মুসলিমদের ছোঁড়া বোমায় বেশ কয়েকজন আহত হয়। এদের মধ্যে দু-তিন জনের আঘাত গুরুতর। ঘটনার পরও এলাকায় পুলিশকে তেমনভাবে দেখা যায়নি। র‍্যাফ এলেও অজানা কারণে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে বলে স্থানীয় সূত্র মারফত জানা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শী এক ব্যক্তি জানায় মসজিদের ছাদ থেকে বোমা ছোঁড়া হয়েছে। বড় মসজিদের লাগানো ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরায় পুরো ঘটনা রেকর্ড আছে বলে আক্রান্তরা জানিয়েছেন। পুলিশের কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ জানানো হয়েছে। এখন দেখার পুলিশ প্রশাসন থেকে এই হামলার কোন ব্যবস্থা নেয় কিনা।

বনগাঁয় নাবালিকা ধর্ষণ ঃ ১০ বছর কারাদন্ড

২০১৩ সালের ১১ই নভেম্বর গোপালনগর থানার অন্তর্গত শনেকপুরের বাসিন্দা ফারুক মন্ডল একটি নাবালিকাকে ধর্ষণ করে। মেয়েটি মানসিক ভারসাম্যহীন। এমনকী ভালো করে কথা বলতে পারে না সে। ফারুক ওই নাবালিকা মেয়েটিকে একটি ফাঁকা মাঠে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। একটু সমস্যায় পড়লেও পরে গোপালনগর থানার পুলিশ ফারুক মন্ডলকে গ্রেফতার করেন।

গত ২৪শে মার্চ, ২০১৭ মামলার রায় দেন উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ আদালতের এডিজে ফাস্ট ট্রাক দু'নম্বর বিচারক চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। বিচারক সমস্ত সাক্ষী ও প্রমাণের ভিত্তিতে আসামী ফারুক মন্ডলকে ১০ বছরের কারাদন্ড ও ৫০০০ টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে ১ বছরের সাজা ঘোষণা করেন।

গৃহবধূ ধর্ষণ ঃ মিটিয়ে নেওয়ার চাপ দুষ্কৃতিদের

গত ৩১শে মার্চ, শুক্রবার রাত ১১টা নাগাদ খুকুরানি হালদার (২২ বছর) তার পরিচিত এক ব্যক্তির সঙ্গে লক্ষীকান্তপুর থেকে মোটর সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিল। রাত তখন ১১টা বা তার বেশি কিছু হবে। ঢোলা থানার গঙ্গাধরপুর অঞ্চলের বালির পাড়-এর কাছে তাদের মোটর সাইকেল এলে কয়েকজন মুসলিম যুবক তাদের পথ আটকায়। গাড়ি থেকে নামিয়ে সঙ্গীকে মারধোর করে ও খুকুরানিকে নির্জন জায়গায় টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। শুধু তাই নয় তাদের টাকা পয়সা ও মোবাইল দুষ্কৃতিরা কেড়ে নেয়। ধর্ষণকারীদের খুকুরানি চিনতে পেরেছে বলে জানায়।

পরেরদিন, অর্থাৎ শনিবার খুকুরানি ঢোলা থানায় গিয়ে করিম মোল্লা (৩৫), বক্কার লস্কর সহ কয়েকজনের নামে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে করিম মোল্লা ও বক্কার লস্করকে গ্রেফতার করে। রবিবার দিন তাদের আদালতে তোলা হলে বিচারপতি জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

কিন্তু এত বড় অপরাধ করার পরও ইসলামিক সমাজের লোকেরা দুষ্কৃতিদের পাশে দাঁড়িয়েছে। অভিযুক্ত খুকুরানিকে ৫০ হাজার টাকা দিয়ে বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। সাহাচাঁদ মোল্লা, আনিস মোল্লা উপাচাক হয়ে এই প্রস্তাব নিয়ে যায় খুকুরানির কাছে। এমন কি প্রস্তাব মেনে নেওয়ার জন্য খুকুরানির উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ।

'আমরা জানি কী করে মূর্তি সরাতে হয় ঃ ১৫ দিন সময় দেওয়া হচ্ছে'

কলকাতার বেকার হোস্টেল থেকে বঙ্গবন্ধুর মূর্তি সরানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে ১৫ দিনের অলটিমেটাম দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের 'সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশন'।

গত ২৫শে মার্চ, শনিবার দুপুরে কলকাতা প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের সম্পাদক মহম্মদ কামরুজ্জামান সময়সীমা বেধে দিয়ে বলেন, "আমরা জানি কী করে মূর্তি সরাতে হয়। ১৫দিন সময় দেওয়া হচ্ছে। এরপর আমরা এই মূর্তি সরানোর জন্য যত বড় আন্দোলন করার প্রয়োজন হয় করবো।" মহম্মদ কামরুজ্জামান কলকাতা থেকে তসলিমা নাসরিনকে তাড়ানোর উদাহরণও টানেন। একই সঙ্গে তিনি বলেন, 'রবিবার তালতলা থানায় বাংলাদেশ উপদূতাবাসের ডেপুটি হাইকমিশনার জকি আহাদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার জন্য মামলার অভিযোগ করা হবে।" তবে কামরুজ্জামান বলেন, বেকার হোস্টেলে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি স্তম্ভ থাকলে তারা আপত্তি তুলবেন না।

সম্মেলনে ৮ নম্বর স্মিথ রোডের বেকার হোস্টেলের মসজিদের ইমাম নিয়ামত হোসেন হাবিবি ছাড়াও সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন। ইমাম নিয়ামত হুমকি দিয়ে বলেন, 'ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে। কোনভাবেই বেকার হোস্টেলের বঙ্গবন্ধুর মূর্তি রাখা চলবে না।' তিনি ব্যঙ্গ করে বলেন, 'যদি এতোই প্রয়োজন হয় তবে এই মূর্তি কলকাতার বাংলাদেশ উপদূতাবাসের মাথায় নিয়ে লাগানো হোক। কলকাতার বহু জায়গা ফাঁকা আছে সেখানে বসানো হোক। সংখ্যালঘু ছাত্রাবাসে কেন বসবে মূর্তি? যদিও ১৫ দিনের মধ্যে মূর্তি সরানো না হয় তবে প্রয়োজনে আমরাই বঙ্গবন্ধুর মূর্তি সরিয়ে ফেলবো।"

গত বুধবার (২২শে মার্চ) সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য সরানোর দাবির কথা শুনে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। তিনি বলেন, এই আন্দোলন কোনভাবেই বরদাস্ত করবেন না তিনি এবং প্রয়োজনে কঠোর ব্যবস্থা নেবে তার সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর এই কঠোর হওয়ার বিষয়ে কী ভাবছেন, এই প্রশ্নের উত্তরে কামরুজ্জামান বলেন, আসলে মুসলিমদের সঙ্গে একটি রাজনৈতিক খেলা করা হচ্ছে। এটা কোন দিনই আমরা মেনে নেবো না। কলকাতা থেকে এর আগে ইসলাম ধর্ম অবমাননাকারী তসলিমা নাসরিনকেও তাড়ানো হয়েছিল। ইতিহাস ঘাটলে আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে আপনারা সবাই জানবেন। আমরা ১৫ দিনের সময় দিয়েছি এবার বাকিটা আমরা ১৫ দিন পরেই বলবো। এর আগে তিনি বলেন, কলকাতার তালতলা থানায় কলকাতার বাংলাদেশ উপদূতাবাসের ডেপুটি হাইকমিশনার জকি আহাদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার জন্য মামলা করবে সারা বাংলা যুব সংখ্যালঘু ফেডারেশন।

প্রসঙ্গত, ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বেকার হোস্টেলের ২৩ ও ২৪ নম্বর কক্ষে (বঙ্গবন্ধু স্মৃতি কক্ষ) বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। এর পরদিন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে চিঠি দিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য সরানোর দাবি করে সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশন। সেই দাবির পর এবার আলটিমেটাম দিয়ে নিজেরাই ভাস্কর্য সরিয়ে দেওয়ার হুমকি দিলো সংগঠনটি।

হিন্দু সংহতি-র পক্ষ থেকে

শুভ নববর্ষের (১৪২৪) পুণ্যলগ্নে

সকলকে জানাই

শুভেচ্ছা, ভালোবাসা ও গৈরিক অভিনন্দন

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথকে কটূক্তির অভিযোগে তিন মুসলিম গ্রেপ্তার

মুসলিমদের নিয়ে বক্তব্য দিয়ে বিভিন্ন সময়ে আলোচিত হওয়া ভারতের উত্তরপ্রদেশের নবনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে কটূক্তির অভিযোগে পুলিশ তিন মুসলিমকে গ্রেপ্তার করেছে। গত ২২শে মার্চ উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের পুলিশ জানিয়েছে, বরেলী, গাজিপুর আর আমেথি-এই তিন জেলায় তিনটি পৃথক মামলায় তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আমেথির পুলিশ বলছে, "আনস সিদ্দিকি নামে এক যুবককে আমরা গ্রেপ্তার করেছি মুখ্যমন্ত্রীর নামে আপত্তিকর পোস্ট করেছিলেন বলে।" আবার বরেলীর ফরিদপুর থানা এলাকা থেকে সলমান আনসারি নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যার বিরুদ্ধে হোয়াটসঅ্যাপে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি এডিট করে অশ্লীল ছবি বানিয়ে তা শেয়ার করার অভিযোগ এসেছে। আর গাজীপুর থেকে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির নাম আব্দুল রেজ্জাক। ইনিও যোগী আদিত্যনাথের আপত্তিকর ছবি বানিয়ে শেয়ার করেছিলেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। তিনজনের বিরুদ্ধেই আইটি আইনের বিভিন্ন ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

গত ১৯শে মার্চ (রবিবার) উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন হিন্দু সন্ন্যাসী যোগী আদিত্যনাথ। গোরখপুরের একটি প্রখ্যাত হিন্দু তীর্থক্ষেত্রের প্রধান তিনি। এছাড়াও প্রায় দুদশকেরও বেশী সময় ধরে রাজনীতিও করছেন। ৫বার ভোটে জিতে সংসদ হয়েছেন। তার মুসলমান তোষণ বিরোধী নানা মন্তব্য ব্যাপক বিতর্ক তৈরি করেছে। সেকারণেই যোগী আদিত্যনাথ মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পরেই উত্তরপ্রদেশের বিরাট সংখ্যক মুসলমান আশঙ্কায় রয়েছেন।

হরিণঘাটায় হিন্দু যুবককে মারধোর

বুলিতার গ্রামে জলসা চলছিল। মালিডাঙার মুসলিমরা ঐ জলসায় আসে। জলসার মধ্যেই বুনিতার গ্রামের মুসলিমদের সঙ্গে মালিডাঙার মুসলিমদের বিরোধ বাঁধে। মুহূর্তে তা হাতাহাতিতে পরিণত হয়। মালিডাঙার মুসলিমরা মার খেয়ে হিন্দু পাড়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। পাড়াটা আদিবাসী পাড়া। মুসলিম যুবকেরা অশ্লীল ভাষায় চিৎকার করে গালিগালাজ করছিল। তখন আদিবাসী পাড়ার এক যুবক মধু বলে, তোমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করলে আর গালিগালাজ করছ হিন্দু পাড়ায় এসে। সে মুসলিমদের পাড়া ছেড়ে চলে যেতে বলে। মার খাওয়া ১০-১২টি মুসলিম যুবক তখন মধুকে ধাক্কা দিলে, মধুও তাদের পাল্টা ধাক্কা দিয়ে পাড়া ছেড়ে চলে যেতে বলে। তখনকার মতো মুসলিম যুবকেরা সেখান থেকে চলে যায়।

মধু রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করে। সে পরদিন মালিডাঙার পাশে একটি বাড়িতে কাজ করতে যায়। পূর্বরাতের ওই ১০ জন মুসলিম যুবক সেই বাড়িতে গিয়ে মধুকে টেনে নামিয়ে লাথি, কিল, চড়, ঘুসি মারতে থাকে। রাস্তায় নামিয়েও মধুকে ওরা ব্যাপক মারধোর করে। খবর পেয়ে হিন্দু পাড়া থেকে লোক গিয়ে মধুকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছে। এলাকায় লোকেরা হিন্দু সংহতি কর্মী পাঁচু মন্ডলকে বিষয়টি জানালে তিনি তাদের থানায় আসতে বলেন। ওই দশজনের নামে এফআইআর করার আবেদন জানানো হয় এবং অবিলম্বে তাদের যেন গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু থানা থেকে কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় পাঁচু মন্ডল পুলিশকে জানায়, এরপর তারা নিজেরাই সমস্ত ব্যবস্থা করে নেবে। তখন যেন থানা না আসে। এরপর প্রায় চার পাঁচশো হিন্দু যুবক হরিণঘাটা থানার সামনে জড়ো হলে আইসি নিজে বলেন, আপনাদের কিছু করতে হবে না। ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ওই মুসলিম যুবকদের আমরা ধরছি। কিন্তু ২৪ ঘন্টা অতিক্রম হতে চললেও যখন একজনকেও পুলিশ গ্রেফতার করলো না, তখন বারুনীর মোড়ে হিন্দু সংহতির নেতৃত্বে একটি সভা করা হয়। সেখানেও প্রায় ৫০০-র মতো যুবক উপস্থিত ছিল। এরপরই আইসি তিন গাড়ি র‍্যাফ ও দুই গাড়ি পুলিশ নিয়ে আসে। ওখানেই প্রশাসনকে বার্তা দেওয়া হয় যে আজ রাতের মধ্যে যদি ওই দুষ্কৃতিদের গ্রেফতার না করা হয় তাহলে তার ব্যবস্থা নিজেরাই করে নেবে। ঘটনাস্থলে এসডিপিও উপস্থিত ছিলেন। তিনি সংহতি কর্মীদের আশ্বস্ত করেন যে আজ রাতের কিছু ব্যবস্থা করা হবে। ওই রাতেই পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করে এবং পরদিন চারজন আরও থানায় এসে স্যারেন্ডার করে। সাতজন বর্তমানে অ্যারেস্ট হয়েছে। কিন্তু তিনজনকে এখনও ধরা যায়নি। ওই সাতজনকে কোর্টে তোলা হলে বিচারক তাদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

বাসন্তী পূজায় মেতে উঠল কালিয়াচকের হিন্দুরা

উত্তরবঙ্গের মালদা জেলার কালিয়াচক থানার অন্তর্গত বালিয়াডাঙার গ্রামবাসীরা এক বিশাল বাসন্তী পূজার আয়োজন করেছে। ৬ দিন ব্যাপী এই পূজা উৎসবের আকার নেয়। কালিয়াচক অঞ্চলের প্রতিটি হিন্দু পরিবার বাসন্তী পূজায় অংশ গ্রহণ করে থাকেন। পূজা কমিটির উদ্যোক্তরা জানান, কালিয়চকের বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রচুর দর্শণার্থী আসেন পূজা মন্ডপে। জানা যায় যে, ২০১৬ সালের ৩রা জানুয়ারী এই মন্দিরে জেহাদি আক্রমণ চালানো হয়। স্বভাবতই এবারের পূজায় কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে, তার জন্য পূজা কমিটি আগে থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। কমিটির অন্যতম সদস্য রঞ্জিত ঘোষ ও সঞ্জয় রায় এই প্রতিবেদনকে জানিয়েছেন যে, মালদা জেলার অন্তর্গত মোথাবাড়ি, সুজাপুর, বৈষ্ণবনগর বিধানসভা কেন্দ্রের মাত্র তিনটি স্থানে এই পূজা সম্পূর্ণ হয়ে থাকে। সর্বত্রই পূজাকে কেন্দ্র করে সাধারণ হিন্দুর মধ্যে উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায়। উদ্যোক্তরা পূজা উপলক্ষ্যে দরিদ্র নারায়ণ সেবা করে থাকেন। একইসঙ্গে বাচ্চাদের মধ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, আগামীদিনে আরও সামাজিক কাজ পূজা উপলক্ষে তাঁরা করবে।

হিন্দু সংহতি-র
সদস্য সংগ্রহ অভিযান চলছে

জেহাদি আগ্রাসনের গ্রাসে এবার কালিমাতা ঠাকুরানীর দেবোত্তর সম্পত্তি ঃ পুনরুদ্ধারের আশায় হিন্দু সংহতির দ্বারস্থ গ্রামবাসীরা

এই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে হিন্দুদের সম্পত্তি গাজোয়ারি দখলের অভিযোগ পাওয়া যায় ভুরি ভুরি। কিন্তু খোদ ঠাকুরের সম্পত্তি বেদখল! তায় আবার শ্মশান, এমনই বিরল অভিযোগের নজির পাওয়া গেল আরামবাগের একটি গ্রামের গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে।

অভিযোগ, হুগলীর আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত হরিণখোলা ১নম্বর অঞ্চলের হরাদিত্য গ্রামের বাজার পাড়ায় অবস্থিত প্রায় ৪০০ বছরের পুরানো ঐতিহ্যশালী শ্রী শ্রী কালীমাতা ঠাকুরানীর বারোয়ারী দেবোত্তর সম্পত্তিটি বর্তমানে জেহাদি জমি হায়নাদের নজরে পড়ে বেদখল হবার জোগাড়। গ্রামবাসীরা তাদের লিখিত অভিযোগপত্রে এই কথা জানিয়ে আরও লিখেছেন যে, সাকুল্যে এক একর একুশ শতক জমির উক্ত দেবোত্তর সম্পত্তির একুশ শতক জমি ইতিমধ্যেই বেহাত হয়ে গেছে। ভুমিরাজস্ব দফতরের প্রামাণ্য পর্চা অনুযায়ী সমগ্র সম্পত্তির ৫০৯ ও ৫১০ দাগের যথাক্রমে উল্লিখিত ডাঙা (২শতক) এবং ডাঙা/শ্মশান (১৯ শতক) ১৪ই মার্চ স্থানীয় দুই মুসলমান দখল করে সেখানে বাড়িঘর নির্মাণ ও চাষাবাদের কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে।

অভিযোগে আরও জানা যাচ্ছে, ২০০৯ সালে জমি দখল হবার কথা জানাজানি হবার পর থেকেই দখলদারদের কাছে ফেরত চাইতে গেলে, তারা স্থানীয় হিন্দুদের জানিয়েছে, মন্দির কমিটির অছি পরিষদের (ট্রাস্টি বোর্ড) এক সদস্য জনৈক গোকুল ভট্টাচার্য নাকি স্থানীয় ভাগচাষী হাসমত আলীর কাছে উক্ত সম্পত্তি ইতিমধ্যেই জলের দরে বিক্রি করে দিয়েছেন। কিন্তু দেবোত্তর সম্পত্তি এইভাবে ক্রয় বিক্রয় অসম্ভব জানতে পেরে এবং সরকারি নথিতে স্পষ্ট ভাষায় সেই সম্পত্তির পরিমাণ বিশদে উল্লিখিত অবস্থায় পেয়ে, পরবর্তীকালে মন্দিরকমিটির বুকে নতুন আশার সঞ্চার হয়। উল্লিখিত, 'ডাঙা/শ্মশান' জমির চরিত্রটি কিভাবে 'শালী' হয়ে গেল এই প্রশ্ন তুলে দখল হয়ে যাওয়া বারোয়ারী সম্পত্তিটি ফিরে পেতে তারা দ্বারস্থ হয় স্থানীয় প্রশাসনের। কিন্তু লাভের লাভ কিছুই হয়নি।

পরবর্তীকালে বহু জায়গায় হত্যে দেবার সুবাদে একসময় তারা পরিচিত হন 'হিন্দু সংহতি' নামের সংগঠনটির সঙ্গে। সংহতি সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ পাশে এসে দাঁড়ানোয় বুকে বল ফিরে পান তারা। শ্রী বিপ্লব দাস, রাজু দে বা হেমন্ত দে-দের সম্মিলিত উদ্যোগে কোন এক রবিবার স্থানীয় মন্দিরতলায় মিটিং ডেকে তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থানীয় গ্রামপঞ্চায়েতে মাস পিটিশন জমা দেওয়া হয়। পঞ্চায়েতের পক্ষেও দ্রুত সিদ্ধান্ত কার্যকর করে বিতর্কিত জমিতে নির্মিয়মান বাসগৃহটির কাজ বন্ধ করবার নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবেই হিন্দু সংহতিকে পাশে নিয়ে এলাকায় পুরোদমে শুরু হয়ে যায় জমি পুনরুদ্ধারের লড়াই।

কাশ্মীরে ফের সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষ, নিকেশ দুই জঙ্গি

ভারত-পাক সীমান্তের ফের শুরু হয়েছে গুলির লড়াই। এবারও জঙ্গিদের নিশানায় কাশ্মীরের কুপওয়ারা। এই জেলার কালারুস এলাকায় দু-তিনজন জঙ্গি লুকিয়ে থাকার খবর পায় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। তারপরই শুরু হয় গুলিবর্ষণ। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত দুই জঙ্গিকে খতম করেছে সেনা। এক পুলিশ কর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন বলে খবর।

প্রাথমিক খবরে জানা যায়, ১৫ই মার্চ (বুধবার) সকালে কুপওয়ারার কুনান্দ-হায়হামা এলাকায় প্রথম গুলির লড়াই শুরু হয়। এই ঘটনায় গোটা গ্রামকে সিল করে দেওয়া হয়েছে। যাতে কোনও অনুপ্রবেশকারী কোনওভাবে পালিয়ে যেতে না পারে। শ্রীনগরের এক সেনা মুখপাত্র জানান, গুলির লড়াই এখনও থামেনি। এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চলছে। তল্লাশি হলে তবেই বিস্তারিত তথ্য জানানো হবে।

উল্লেখ্য, সন্ত্রাস জর্জরিত উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারায় গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী জঙ্গিদের সঙ্গে সংঘর্ষে শহিদ হয়েছিলেন এক মেজর। নিকেশ হয় তিন জঙ্গি।

জাল ৫০০, ২০০০ টাকার নোট ব্যাঙ্কে জমা দিতে গিয়ে ধৃত ইউসুফ শায়েক

গত ১৪ই মার্চ, ৯.৯ লক্ষ টাকার নতুন জাল নোট ব্যাঙ্কে জমা দিতে গিয়ে ধরা পড়েই ইউসুফ শায়েক নামক এক ব্যক্তি। ঘটনাটি হায়দরাবাদের রাধিকা থিয়েটারের পাশের এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে। পুলিশ ও ব্যাঙ্ক সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ব্যাঙ্ক খোলার একটু পরেই সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ এসে হাজির হয় ইউসুফ। নতুন ২০০০ টাকার ৪০০ টি নোট এবং নতুন ৫০০ টাকার ৩৮০ টি নোট ছিল তাঁর কাছে। সবমিলিয়ে ৯.৯ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিতে এসেছিল। কিন্তু জমা নেওয়ার সময় হঠাৎ দায়িত্বে থাকা ব্যাঙ্ককর্মী লক্ষ্য করেন নোটগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার পরিবর্তে লেখা রয়েছে চিলড্রেন্স ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। ইউসুফকে কিছু বুঝতে না দিয়েই ম্যানেজারকে পুরো বিষয়টি জানান তিনি এবং পুলিশে খবর দেওয়া হয়।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছোয় পুলিশ। ইউসুফের কাছে জানতে চাওয়া হয় এই নোট কোথা থেকে পেল সে। উত্তরে হায়দরাবাদের স্টেশনারি দোকানের মালিক জানায়, ক্রেতাদের কাছ থেকে এই নোট পেয়েছে সে। ব্যাঙ্ক সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছরের জুন মাসেই এই অ্যাকাউন্টটি খুলেছিল ইউসুফ। এর আগে ছোটখাটো লেনদেনই করছে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে। এই প্রথম এত বড় অঙ্কের টাকা জমা দিতে এসেছিল। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেও দিল্লি ও উত্তরপ্রদেশ থেকে এমনই চিলড্রেন্স ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া লেখা জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। তারপরই হায়দরাবাদের এই ঘটনার নেপথ্যে বড়সড় জালনোট চক্রের আশঙ্কা করছেন গোয়েন্দারা।

শ্মশানকালীর মূর্তি ভাঙা হল কুমারগঞ্জে

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ থানার জিগাকুরি গ্রামে শ্মশানকালী মায়ের মূর্তি ভাঙল দুষ্কৃতিরা। দীর্ঘদিন ধরে ওই অঞ্চলে হিন্দুদের শ্মশানের জমি অধিকার করার চেষ্টা করছে ইসলামিক সমাজের মানুষরা। এর আগেও জমি নিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ হয়েছে এবং প্রায় এক বছর আগেও একবার শ্মশানকালীর মূর্তি ভেঙে ছিল দুষ্কৃতিরা। গত ৭ই এপ্রিল ভোরে শ্মশানকালী মূর্তি ভাঙা অবস্থায় দেখতে পায় গ্রামবাসীরা। তাদের ধারণা ওই একই দুষ্কৃতি বা দুষ্কৃতিরা মায়ের মূর্তি ভেঙেছে। বারবার শ্মশানকালীর মূর্তি ভাঙায় গ্রামবাসীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। তারা এর প্রতিকারের জন্য প্রশাসনের দারস্থ হয়।

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

গোপালগঞ্জে মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে হিন্দু বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, মহিলা ও শিশুকে মারধর

গত ২৭শে মার্চ, সিলেটের গোপালগঞ্জে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরএকটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এসময় ওই বাড়ির মহিলা ও শিশুকেও ছাড়েনি মুসলিমরা। প্রচন্ড মারধোর করা হয় তাদের। শনিবার রাতে গোপালগঞ্জ উপজেলার ঢাকা দক্ষিণের বারকোট গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। বাড়িঘরে হামলা ও মারধরের ঘটনায় রবিবার গোপালগঞ্জ থানায় ১৫ জনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এ ঘটনায় ঢাকা দক্ষিণ এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। কিন্তু পুলিশ তাৎক্ষণিক কোন ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে এমন অভিযোগ অস্বীকার করে গোপালগঞ্জ থানার ওসি জানিয়েছেন, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বারকোট এলাকার বাসিন্দা নগেন্দ্র দেবের ছেলে রিপন দেবের সাথে প্রতিবেশী আকবর আলী গংয়ের দীর্ঘদিন ধরে জমিসংক্রান্ত বিরোধ চলছিলো। এই নিয়ে আদালতে মামলাও চলছে। এই বিরোধের জের ধরে শনিবার বিকেলে দুপক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে।

এরপর রাতে নামাজের পর স্থানীয় মসজিদে আকবর আলী পক্ষ নিয়ে মিটিং করে। মিটিংয়ের পর মাইকে ঘোষণা করে রিপন দেবের বাড়িতে হামলা চালায় স্থানীয় বাসিন্দারা। হামলা চালিয়ে তার ঘরে অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুর করা হয়।

গোপালগঞ্জ উপজেলার হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক কাজল দাশ বলেন, মসজিদের মাইকে হামলার ঘোষণা দেওয়ার পর রিপন দেব ভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। এরপর হামলাকারীরা বাড়িতে ঢুকে তার স্ত্রী ও শিশু সন্তানকে মারধর করে। তিনি বলেন, মাইকে হামলার ঘোষণা দেওয়ার পর রিপন দেব মোবাইল ফোনে পুলিশকে খবরটা জানালেও পুলিশ তাৎক্ষণিক কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

কাজল বলেন, 'রবিবার সকালে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে রিপনের বাড়ির ধ্বংসস্তূপ দেখতে পাই। এসময় হামলায় আহত নারী ও শিশুর জন্য শুকনো খাবারেরও ব্যবস্থা করি।'

অপরদিকে আকবর আলী পক্ষের লোকজনের অভিযোগ, রিপন দেব শনিবার মসজিদের ভেতরে ঢুকে তাদের মারধর করেন। এই ঘটনায় এলাকার লোকজন বিক্ষুব্ধ হয়ে তার বাড়িতে হামলা চালায়। এ ব্যাপারে গোপালগঞ্জ থানার ওসি বলেন, 'রিপন দেবের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুর করা হয়েছে। তারা অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এ ব্যাপারে ১৫ জনকে আসামী করে রিপনের বাবা নগেন্দ্র দেব একটি মামলা দায়ের করেছেন। তবে এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। তিনি বলেন, প্রতিপক্ষের অভিযোগ, রিপন মসজিদে ঢুকে তাদরে মারধোর করেছেন। ওসি বলেন, ঘটনাটি খুবই স্পর্শকাতর। আমি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। পরিস্থিতি এখন শান্ত রয়েছে।'

এরাজ্যে ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে ৭০০ বাংলাদেশি জঙ্গি; ডশিয়ার দিয়ে ভারতকে জানাল বাংলাদেশ

এরাজ্যে ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে ৭০০ বাংলাদেশি জঙ্গি। তাদের অনেকেই বাংলাদেশে মোস্ট ওয়াস্টেন্ড। গত এক বছরে ভারতে জেহাদি অনুপ্রবেশ তিনগুণ বেড়েছে। এ রাজ্যের মাটিতে ঘাঁটি করেই নাশকতার ছক কষছে এই জঙ্গিরা। ডশিয়ার দিয়ে ভারতকে জানাল বাংলাদেশ।

ভারতের মাটিতে একলাফে তিনগুণ বেড়ে গেছে জঙ্গি অনুপ্রবেশ। ডশিয়ার দিয়ে ঢাকা জানাল নয়দিল্লিকে। বাংলাদেশের গোয়েন্দাদের দাবি, ২০১৪ সালে ভারতে প্রবেশ করেছিল ৭০০ জেহাদি। ২০১৫ সালে ৬৫৯ জন জেহাদি ভারতে ঢুকে পড়ে বলে দাবি বাংলাদেশের। ২০১৬ সালে সংখ্যাটা তিনগুণ হয়ে যায়। ২০১০ জন জেহাদি ঢুকে পড়েছে সীমান্ত পার হয়ে। এদের সুনির্দিষ্ট তালিকা নয়াদিল্লিতে দিয়েছে ঢাকা। এদের মধ্যে ৭০০ জনই ঘাঁটি গেড়েছে পশ্চিমবঙ্গে।

কিন্তু কোথায় ঘাঁটি জেহাদিদের?

পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরায় ঘাঁটি গাড়ছে এই জঙ্গিরা। আসমের কাছারের হাইলাকান্দিতে রীতিমতো জাঁকিয়ে বসেছে তারা। কিছুদিন আগেই সেখান থেকে গ্রেফতার হয়েছে ৫ জন জেএমবি জঙ্গি। এবার জঙ্গি নজরে বাংলা। এই অনুপ্রবেশকারীদের নাম, পরিচয় নিয়েও হাতে গরম তথ্য ভারতকে দিয়েছে বাংলাদেশ।

জেহাদে যোগ দিতে গত কয়েক বছরে বহু তরুণ ঘর ছেড়েছে। তাঁদের ২১০ জন ভারতে প্রবশে করছে। বাংলাদেশের গোয়েন্দাদের দাবি, এই জেহাদিদের অধিকাংশই হুজি এবং জেএমবি আনসারুল বাংলা টিমের মতো জঙ্গিগোষ্ঠীর সদস্য। এদের বড় অংশ বাংলাদেশে জঙ্গি কার্যকলাপে যুক্ত। সালাউদ্দিন পাহেলি, সোহেল মেহফুজ, আবু সুলেইমানের মত জেএমবি-র শীর্ষ নেতারা এরাজ্যে গা ঢাকা দিয়ে আছে বলে খবর। এই অনুপ্রবেশকারীদের অধিকাংশই সালাফি ওয়াহাবি ধারায় বিশ্বাস করে। আইএসআইএস-এর চিন্তাভাবনায় এরাও নিজেদের খিলাফতের সৈন্য ভাবে, ও গোটা পৃথিবীতে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

এ রাজ্যে জেএমবি জঙ্গির নিশানায় বাংলাদেশী কলামিস্ট

এদেশে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয় জেএমবি। তবে তাদের লক্ষ্য অন্য। বাংলাদেশ থেকে আগত যেসব বুদ্ধিজীবী কার্টুনিস্টরা ইসলাম অবমাননা করে এদেশে আশ্রয় নিয়েছে, তাদেরকে নিকেশ করবার সংকল্প করেছে জামাতুল মুজাহিদিন বা জেএমবি। কেন্দ্রীয় সরাষ্ট্র মন্ত্রক এমনই বার্তা পাঠিয়ে সতর্ক করছে রাজ্যকে।

বাংলাদেশে জোরদার জঙ্গি বিরোধী অভিযান শুরু হতেই তাদের অস্তিত্ব জানান দিতেই সংগঠনটি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে সূত্র মারফত জানা গেছে। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরে কিছু বাংলাদেশি কলামিস্ট ইসলামের বিরুদ্ধে লেখায় সে দেশের জঙ্গি সংগঠনগুলির বিষ নজরে পড়ে। মূলতঃ তাদের উপর হামলা চালানোর উদ্দেশ্য নিয়ে এ রাজ্যে গা ঢাকা দিয়েছে জঙ্গিরা। জেএমবি-র শীর্ষকর্তাদের ধারণা কোন একটি অ্যাকশনে সফল হলে বাংলাদেশ প্রশাসনকে একটা বার্তা পাঠানো যাবে। ইতিমধ্যেই জেএমবি-র নিশানায় থাকা বেশ কয়েকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তাঁদের সতর্ক থাকার কথাও জানিয়ে দিয়েছেন গোয়েন্দা অফিসারেরা। এদের মধ্যে এই মুহূর্তে এ রাজ্যে থাকা বাংলাদেশের কার্টুনিস্ট সানিউর রহমান অন্যতম।

গোয়েন্দা সূত্রের খবর, রাজ্যের চার পাঁচটি জেলায় জেএমবি জঙ্গিরা এখনও সক্রিয়। বিশেষ করে বর্ধমান জেলায়। এছাড়াও নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এবং উত্তর ২৪ পরগণা জেলাতেও তারা ঘাঁটি গেড়েছে। সম্প্রতি আইএস-এর সঙ্গে এই জঙ্গি সংগঠনের যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া গেছে। বর্ধমান থেকে আইএস জঙ্গি মুসা ধরা পড়ার পর তা আরও স্পষ্ট হয়েছে।

২০১৪ সালে অক্টোবর মাসে বর্ধমানের খাগড়াগড়ে বিস্ফোরণের পর জেএমবি-র সদস্য এ রাজ্যে কতটা সক্রিয় গোয়েন্দাদের নজরে আসে। বেশকিছু ধড়পাকড় হলেও কওসর, হাতকাটা নাসিরুলা, তালহা শেখ, কদর গাজি, বুরহান শেখ, সালাউদ্দিন সালহের মতো প্রায় ৯জন জঙ্গি এখন ধরা পড়েনি। তারা এরাজ্যেই কোথায় গা ঢাকা দিয়ে আছে বলে গোয়েন্দাদের অনুমান। এদেরই লক্ষ্য হয়ে উঠেছে সানিউররা। ২০১৩ সালে ইসলামিক মৌলবাদের বিরুদ্ধে কার্টুন এঁকে জঙ্গিদের হামলার শিকার হয় সানিউর। তারপর থেকেই সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। পাঁচ মাস আগে পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় নেয়। এখানেও তার উপর হামলার ছক কষছে জেএমবি, এমনই তথ্য গোয়েন্দাদের কাছে এসেছে। আরও কয়েকজন এদের হিট লিস্টে আছে বলে জানা গেছে। গোয়েন্দারা তাদের সকলকে সতর্কভাবে চলাফেরা করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

নাজিরপুরে শিক্ষককে কুপিয়ে হত্যা

বাংলাদেশের পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলায় সমীরণ মজুমদার (৪০) নামে এক শিক্ষককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় তার স্ত্রী স্বপ্না মজুমদার (২৮) গুরুতর আহত হয়েছেন। গত ২২শে মার্চ (বুধবার) রাত ৩টার দিকে উপজেলার মাটিভাঙ্গা ইউনিয়নের পশ্চিম বানিয়ারি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। সমীরণ মজুমদার পশ্চিম বানিয়ারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তিনি পশ্চিম বানিয়ারি গ্রামের শৈলেন্দু মজুমদারের ছেলে।

পুলিশ জানায়, রাতে ঘরের সিঁদ কেটে দুর্বৃত্তরা সমীরণ ও তার স্ত্রীকে কুপিয়ে জখম করে। এসময় তাদের চিৎকারে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা সমীরণ ও তার স্ত্রীকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে ভোর ৫টার দিকে সমীরণ মারা যায়। স্বপ্না মজুমদারকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নাজিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি বাংলা নিউজকে বলেন, জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে এ ঘটনা ঘটেছে বলে সূত্র মারফত জানা গেছে। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একজনকে আটক করা হয়েছে। সমীরণের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পিরোজপুর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে বলে জানান তিনি।

হাওড়া সহ কলকাতার আশেপাশেই ঘাঁটি গেড়েছে আইএস জঙ্গিরা ঃ রিপোর্ট তলব কেন্দ্রের

এরাজ্যে যে ক্রমশ জঙ্গি আতঙ্ক বাড়ছে সেই সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন গোয়েন্দারা। এবার পশ্চিমবঙ্গের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠাল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এরাজ্যে কোথায় কোথায় রয়েছে জঙ্গিদের 'স্লিপার সেল' আর কারাই বা আইএসে নিয়োগ করছে, সেই তথ্য জানতে চাইল কেন্দ্র। কিছুদিন আগেই ঢাকার তরফ থেকে নয়াদিল্লিকে দেওয়া একটি রিপোর্ট জানানো হয়েছিল যে সীমান্ত পার করে ভারতে ঢুকেছে প্রচুর জেএমবি ও হুজি জঙ্গি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, অসম, ত্রিপুরার হাইলা ও কান্দি এবং পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চল, এমনকি হাওড়াতেও ঢুকে আশ্রয় নিচ্ছে জঙ্গিরা। গত দুবছরের তুলনায় সেই অনুপ্রবেশের সংখ্যাটা বেড়েছে তিনগুন। এমনকি গোয়েন্দা রিপোর্ট এমন তথ্যও উঠে এসেছে যে এরাজ্যের কিছু আইএস সমর্থক নাকি প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রেখে চলেছে রাক্কা, সিরিয়ার আইএস হ্যান্ডলারদের সঙ্গে। কিন্তু কিভাবে এই যোগাযোগ করা হচ্ছে সেটা গোয়েন্দাদের কাছে স্পষ্ট নয়। তবে এরাজ্যে আইএস জঙ্গিদের উপস্থিতির বেশ কিছু প্রমাণ মিলেছে।

জানা গিয়েছে, গত মার্চ মাসে মুম্বইয়ের এক ট্রাভেল এজেন্ট জানিয়েছেন মুর্শিদাবাদের ২৭ জন বাসিন্দা হজে গিয়ে আর ফেরেননি। তাদের ব্যাপারে কোনও খোঁজখবরও পাওয়া যায়নি। অ্যান্টি-টেরর স্কোয়াডকে এই তথ্য জানান ওই এজেন্ট। তারপরেই এপ্রিল মাসে বীরভূম থেকে ১.৮ লক্ষ ডিটোনেটর উদ্ধার করা হয়। যা তেলেঙ্গানার রেজিস্ট্রেশন নম্বর থাকা একটি ট্রাকে ভর্তি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ট্রাকের চালক ও খালাসিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

অন্যদিকে, বর্ধমান থেকে ধৃত মহম্মদ মাসিরুদ্দিন ওরফে মুসাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আইএসের উপস্থিতির প্রমাণ পেয়েছে। জানা গিয়েছে এরাজ্যে আইএসের নেটওয়ার্ক ক্রমশ শক্তপোক্ত হচ্ছে। ২০১৬-র ৪ঠা জুলাই মুসাকে গ্রেফতার করার পর আইএসের ছক বানচাল হয়ে যায় বলে গোয়েন্দাদের দাবি। রাজ্য সরকারকে এব্যাপারে নিয়মিত বিএসএফের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শও দিয়েছে কেন্দ্র। রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, সীমান্ত সংলগ্ন জেলাগুলির পুলিশ সুপারদের কাছে এই বিষয়ে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে।

হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ বলেন, পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশই জেহাদিদের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠছে। যদি দ্রুত প্রশাসন থেকে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তবে আগামীদিনে অনেক বড় বিপদের মধ্যে পড়তে হবে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে। তিনি বর্ডার অঞ্চলে আরও বেশি নজরদারি এবং অনুপ্রবেশ রুখতে প্রশাসনকে করা হাতে পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ জানান।

জব্বলপুরে গদাযাত্রায় তপন ঘোষ

হিন্দু সেবা পরিষদের পঞ্চম বর্ষপূর্তি উদযাপন

মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর হিন্দু সেবা পরিষদের পঞ্চম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন হল গত ৩১শে মার্চ। নবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে তারা জব্বলপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র ও সবচেয়ে অভিজাত এলাকা ‘সিভিক সেন্টার পার্ক’ থেকে এক বিশাল শোভাযাত্রা বের করেন। ‘গদাযাত্রা’ র‍্যালিতে হাজার হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করে। হিন্দু সেবা পরিষদ কর্তৃপক্ষ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে হিন্দু সংহতির সর্বভারতীয় সভাপতি মাননীয় শ্রী তপন ঘোষ প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এই ঐতিহাসিক র‍্যালিতে হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে পায়ে পা মেলান সংহতি সভাপতি। এরপর উদ্যোক্তাদের আয়োজিত এক সেমিনারে তপন ঘোষ তাঁর মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, ‘সবকা সাথ সবকা বিকাশ’—হিন্দু মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে হতে হবে এবং হিন্দুত্বে এজেন্ডাকে কার্যে পরিণত করতে হবে।

উদ্যোক্তারা হিন্দু সংহতি সভাপতি শ্রী ঘোষকে পূর্ণমর্যাদা দিয়ে কলকাতা থেকে ১২০০ কিলোমিটার দূরে ঐতিহাসিক শহর জব্বলপুরে নিয়ে যান। সারা শহর পোস্টার, ফেস্টুন, ব্যানারে ভরে যায়। আর সেগুলোর প্রতিটিতেই ছিল তপন ঘোষের ছবি। মিছিলে দশ হাজার যুবকের উল্লাসের মধ্যমণি ছিলেন শ্রীঘোষ। ব্যান্ডপার্টি, পটকা, গেরুয়া আবীর, পুলিশের ড্রোন নামিয়ে সুরক্ষার ব্যবস্থা, শ্রী ঘোষের জন্য ব্যক্তিগত দেহরক্ষী মোতায়েন-সমস্ত রকমের ব্যবস্থা করেছিলেন উদ্যোক্তরা। জায়গায় জায়গায় তপন ঘোষের গাড়ি থামিয়ে পুষ্পবৃষ্টি করা হয়। স্থানীয় যুবকদের মধ্যে শ্রী ঘোষকে নিয়ে উন্মাদনা ছিল দেখার মতো। পরদিন ১লা এপ্রিল একটি প্রেস কনফারেন্স আয়োজন করা হয়। তাতে বক্তব্য রাখেন তপন ঘোষ এবং হিন্দু জন জাগৃতির পক্ষে ডঃ চারুদত্ত পিংলে।

যাদবপুর ছাত্রের দেশবিরোধী মন্তব্য ঃ বিক্ষোভ হিন্দু সংহতির

যাদবপুরের ছাত্র দেবপ্রিয় সোমের বেয়াদবির উচিৎ শিক্ষা দিল শিলচরের হিন্দু সংহতির কর্মীরা। কয়েকদিন আগে দেবপ্রিয়-র দেশবিরোধী মন্তব্য দেশবাসীর মনে ক্ষোভের সঞ্চার করে। স্যোসাল মিডিয়ায় তার এই মন্তব্যের প্রতিবাদে ঝড় ওঠে। ঘটনাচক্রে দেবপ্রিয় সোমের বাড়ি আসামের শিলচরে।

গত ৪ঠা এপ্রিল হিন্দু সংহতির শিলচর শাখার পক্ষ থেকে কয়েকজন কর্মী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরজীবী দেশদ্রোহী দেবপ্রিয় সোম-এর দেশবিরোধী মন্তব্যের প্রতিবাদ করতে তার শিলচরের বাড়িতে যায়। সেই সময়ে কেবলমাত্র দেবপ্রিয়র বৃদ্ধা ঠাকুমা ছাড়া অন্য কেউ বাড়িতে না থাকায় সংহতি কর্মীরা কোনরকম বিক্ষোভ না দেখিয়েই সেখান থেকে চলে আসে। বিভিন্ন মিডিয়ায় হিন্দু সংহতি কর্মীদের যে অভব্য আচরণের কথা বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। শিলচরের হিন্দু সংহতি কর্মী সঞ্জীব নাথ জানান, আমরা দেবপ্রিয়কে চেয়েছিলাম। ওর বাবা-মা বা ঠাকুমার প্রতি আমাদের কোন বিদ্বেষ নেই। ঘটনাস্থলে উপস্থিত মিডিয়ার মাধ্যমে সংহতির কর্মীরা তাদের বক্তব্য পৌঁছে দেয়। শিলচর শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী সঞ্জীব নাথ, সুশান্ত রায়-রা বিক্ষোভ মিছিলের নেতৃত্ব দেন।

এবার থেকে গুজরাটে গো-হত্যার শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড

গো-হত্যার শাস্তি হিসেবে কারাদন্ডের নির্দেশ ছিলই গুজরাটে। এবার তাতে এল বড়সড় পরিবর্তন। বাড়ল শাস্তির মেয়াদ। এবার থেকে গুজরাটে গো-হত্যায় দোষী সাব্যস্ত হলে হবে যাবজ্জীবন কারাদন্ড।

বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইনের আওতায় ২০১১ সালেই এই বিল পাশ হয়েছিল গুজরাট বিধানসভায়। যেখানে গো-হত্যার শাস্তি ছিল সাত বছর ও সেইসঙ্গে ৫০ হাজার টাকা জরিমান। হত্যার জন্য গরু পাচার করলেও তা অপরাধের পর্যায়ভুক্ত বলেই ধরা হত। সম্প্রতি সেই বিলে বড় পরিবর্তন আনল গুজরাট সরকার। গোহত্যায় সাত বছরের কারাদন্ডের মেয়াদ বাড়িয়ে করা হল যাবজ্জীবন। পাচারের ক্ষেত্রে এই শাস্তির মেয়াদ হবে ১০ বছরের কারাদন্ড।

গোটা দেশের মধ্য গুজরাটেই প্রথম এরকম নজিরবিহীন শাস্তির পদক্ষেপ নেওয়া হল। প্রসঙ্গত, আর কিছুদিন পরেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। তার আগে এ ধরনের পদক্ষেপ বিজেপিকে বাড়তি মাইলেজ দেবে বলেই ধারণা রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের। ইতিমধ্যে উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতায় এসেই বেআইনি কসাইখানা রুখতে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছেন যোগী আদিত্যনাথ। ইতিমধ্যে তিনি কয়েকটি বেআইনি কসাইখানা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে বেজায় বিপাকে পড়েছেন মাংস বিক্রেতারা। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে যোগীর পথ ধরেই উত্তরাখন্ড, রাজস্থান, ছত্তিশগড় ও মধ্যপ্রদেশ প্রশাসনও বেআইনি কসাইখানা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এত দেশের গোসম্পদ বৃদ্ধি পাবে বলেই ধারণা।

মন্দিরের ষাঁড় কেটে মাংস বিলি ঃ গ্রেফতার ১

নামখানা ব্লকের মৌসুনি গ্রাম পঞ্চায়েতের বালিয়াড়া গ্রামের যমুনাপল্লীতে গত ৩১শে মার্চ যা ঘটলো, তা হিন্দুদের জন্যে যথেষ্ট চিন্তার। গ্রামের শেখ সাত্তার (পিতা-শেখ আজিজ) শুক্রবার শিবঠাকুরের নামে থাকা একটি ষাঁড় কেটে তার মাংস আরো অন্যদেরকে বিতরণ করে। ঘটনাটি হিন্দুরা জানতে পেরে শেখ সাত্তারের বাড়ি ঘিরে রেখে পুলিশে খবর দেয়। ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ এসে শেখ সাত্তারকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। বর্তমানে সে জেল হেফাজতে আছে। পুলিশ বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের শান্ত করার সবরকম চেষ্টা করছে। এক্ষেত্রে স্থানীয় কয়েকজন হিন্দু সংহতির কর্মীর কাজ যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। তবে হিন্দুর ওপর মুসলিমের অত্যাচার ওই গ্রামে নতুন নয়। এর আগে বালিয়াড়া কিশোর হাইস্কুলের সরস্বতী প্রতিমার মাথা কেটে নিয়েছিল মুসলিম ছাত্ররা। তখনও হিন্দু সংহতি গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। যার ফলে মুসলিমরা হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। এবারও হিন্দু সংহতি পাশে আছে। তবে বারবার এইরকম ঘটনা ঘটায় এটা বোঝা যায় যে গ্রামাঞ্চলে ইসলামিক আগ্রাসন এক অশনি সংকেত বহন করে আনছে হিন্দুদের উপর।

জামুড়িয়ায় গৃহবধূর শ্লীলতাহানি ঃ উত্তাল এলাকা

গত ২৫শে মার্চ বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ জামুড়িয়া মন্ডলপুর গ্রামে এক গৃহবধুকে একা পেয়ে তাঁর বাড়িতে ঢুকে শ্লীলতাহানি করে প্রতিবেশী যুবক শেখ শাহাজাহান। এমনকি ওই মহিলাকে ধর্ষণেরও চেষ্টা করে অভিযুক্ত। সেইসময় গৃহবধূর চিৎকারে পালিয়ে যায় শাহাজাহান। পরে তার স্বামী বাড়ি ফেরার পর গোটা বিষয়টি জানায় নির্যাতিতা। এই ঘটনাটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই গোটা এলাকা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। জামুড়িয়া থানায় খবর যেতেই ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে এবং নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে শাহাজাহানকে পুলিশ থানায় নিয়ে আসে। কিন্তু পুলিশের কোনরকম হেলদোল না থাকায়, এলাকার মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে থানায় যায়। শাহাজাহানের শাস্তির দাবী করে এলাকাবাসী। পুলিশের অস্বাভাবিক আচরণ দেখে পরিস্থিতি আরও উগ্র হয়ে ওঠে।

পুলিশের অভিযোগ, থানায় ভাঙচুর করা হয়। বিক্ষোভকারীদের হটানোর জন্য পুলিশ লাঠি চার্জ করে। পাল্টা বিক্ষোভকারীরাও ইট-পাথর ছুঁড়তে থাকে। ইটের আঘাতে কেন্দা ফাঁড়ির পাঁচজন সিভিক কর্মী আহত হন। তাঁদের চিকিৎসার জন্য অখলপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনায় পুলিশ ২১ জনকে গ্রেপ্তার করে।

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas, Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686